CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-318 ■ 18 August, 2026 ■ আগরতলা ১৮ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ১ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অশোকধাম মন্দিরে পদপিষ্টে মৃত্যু ৭ জনের, আহত বহু

পটনা, ১৭ আগস্ট (আইএএনএস)।। শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার বিহারের লখিসরাই জেলার বিখ্যাত অশোকধাম মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে ভয়াবহ পদপিষ্টের ঘটনায় অন্তত সাতজন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৩ জনেরও বেশি। সোমবার ভোরে অশোকধাম রেলওয়ে স্টেশন থেকে মন্দিরের দিকে যাওয়ার পথে বিপুল সংখ্যক ভক্তের ভিড়ের মধ্যে আচমকা একটি বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বিদ্যুৎ সংযোগ থাকার গুজব ছড়িয়ে পড়লে ভক্তরা এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করেন এবং পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে।

লখিসরাইয়ের জেলা শাসক শৈলেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে ভিড় আচমকাই অত্যন্ত বেড়ে যায়। অশোকধাম হল্টের কাছে পুণ্যার্থীদের দীর্ঘ লাইন পৌঁছে গিয়েছিল। সেই সময় দুটি ট্রেনও সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি আরও ঘন হয়ে ওঠে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

তারাপীঠের হোটেলে অগ্নিকান্ড মেঘালয়ের বাসিন্দা একই পরিবারের ৫ জন সহ মৃত ৮

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (আইএএনএস)।। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার তারাপীঠে হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮। সোমবার পুলিশ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। মৃতদের মধ্যে মেঘালয়ের একই পরিবারের পাঁচজন সদস্য রয়েছেন। তারাপীঠের বিখ্যাত তারা মন্দিরে পুজো দিতে তাঁরা এসেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পাঁচজন হোটেল ভবনের পঞ্চম তলায় ছিলেন। আগুন সরাসরি ওই তলায় পৌঁছয়নি। কিন্তু আগুনের আতঙ্কে তাঁরা সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নিচে নামতে শুরু করেন। গ্রাউন্ড ফ্লোরে পৌঁছতেই তাঁরা আগুনের কবলে পড়েন।

এক জেলা পুলিশ আধিকারিক বলেন, "পাঁচজনই আগুনে আটকে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের মৃত্যু হয়।" মৃতদের মধ্যে পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, একজন মহিলা এবং দুই নাবালক রয়েছে। মেঘালয়ের সাউথ গারো হিলস জেলার ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির নয়াটিম নিয়ে হাজির নীতিন রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে বিপ্লব

সর্বভারতীয় সভাপতি ও মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন

সোমবার বিজেপির রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর বিপ্লব কুমার দেব সমর্থকরা আগরতলায় তাঁর বাসভবনের সামনে আনন্দের মাতোয়ারা হন।

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি/আগরতলা, ১৭ আগস্ট ।। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন সোমবার দলের নতুন জাতীয় পদাধিকারীদের তালিকা ঘোষণা করেছেন। নতুন টিমে রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে, উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিরথ সিং রাওয়াত এবং রাম মাধবকে জাতীয় সহ-সভাপতি করা হয়েছে। প্রাক্তন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিকে জাতীয় সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে।

দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নীতিন নবীন বিভিন্ন সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন সদস্যদের নিয়োগে অনুমোদন দিয়েছেন এবং এই নিয়োগগুলি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর এই নতুন দায়িত্বকে ঘিরে ত্রিপুরার বিজেপি নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, বিজেপির জাতীয় সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের তিন নেতা। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পশ্চিম ত্রিপুরার বর্তমান লোকসভা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবকে বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। একইসঙ্গে নাগাল্যান্ডের ফাংনন কোন্যাক এবং অসমের মৃগাঙ্কা দেও বর্মনকে জাতীয় সম্পাদক করা হয়েছে।

সোমবার বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের নতুন সাংগঠনিক দলের পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করা হয়। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর বিপ্লব দেব, ফাংনন কোন্যাক এবং মৃগাঙ্কা দেও বর্মন পৃথক সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন-সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান।

বিপ্লব কুমার দেবকে অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা বলেন, তাঁর দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং তৃণমূল স্তরে সংগঠন পরিচালনার দক্ষতা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ত্রিপুরায় বিজেপির সংগঠনকে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন

রাজ্যজুড়ে বিজেপির বুথস্তরে বিশেষ যাচাই প্রক্রিয়া আজ থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট ।। আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে বুথস্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি। আগামী ১৮ আগস্ট থেকে এই বিশেষ যাচাই প্রক্রিয়া শুরু হবে।

নির্বাচনের আগে দলের তৃণমূল স্তরের সাংগঠনিক শক্তি যাচাই এবং দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

প্রদেশ বিজেপির সভাপতি অভিষেক দেবরায় প্রদেশ বিজেপি স্টেট এক্সিকিউটিভ কমিটির মাধ্যমে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে সমস্ত জেলা সভাপতিকে নিজ নিজ এলাকায় বুথ যাচাই প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি বুথের সাংগঠনিক কার্যক্রম খতিয়ে দেখা হবে। কোন বুথে দলীয় সংগঠন নিষ্ক্রিয় বা সাংগঠনিকভাবে দুর্বল, তা চিহ্নিত করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন কর্মীদের বুথস্তরের সংগঠনে যুক্ত করে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হবে।

বুথ যাচাই প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে পৃথক কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্তও নিয়েছে দল। বুথস্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের অতিরিক্ত সাংগঠনিক বা প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হবে না। ফলে তাঁরা শুধুমাত্র বুথ সংক্রান্ত কাজেই মনোনিবেশ করতে পারবেন।

রাজ্যজুড়ে এই কর্মসূচি তদারকির জন্য পাঁচ সদস্যের 'স্টেট বুথ ভেরিফিকেশন টিম' গঠন করেছে বিজেপি। দলের রাজ্য সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্যকে এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে। সহ-আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন রাজ্য সম্পাদক নবদল বণিক, ভূমিকা নন্দা রিয়াং, বিজেপি চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব এবং দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্য।

জেলা ও মণ্ডল স্তরেও একই ধরনের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় একজন আহ্বায়ক এবং দু'জন ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ইউজি-নেট পুনঃপরীক্ষা নিয়ে এনটিএ'কে নিশানা

শিক্ষার্থীদের বছর চুরি হচ্ছে ঃ রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (আইএএনএস)।। ভুল প্রশ্নপত্রের কারণে ইউজিসি-নেট-এর তিনটি বিষয়ে পুনঃপরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, পরীক্ষার অনিয়মের খেসারত দিতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। তাঁদের মূল্যবান সময় ও বছর 'চুরি হয়ে যাচ্ছে' বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

রবিবার ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি জানায়, ইংরেজি, সমাজবিদ্যা ও কমার্সএই তিনটি বিষয়ে ইউজিসি-নেট-এর পুনঃপরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রশ্নপত্রে একাধিক ভুল এবং পুরনো প্রশ্ন পুনরাবৃত্তির অভিযোগ পাওয়ার পর একটি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সোমবার সোশ্যাল মিডিয়া 'এক্স'-এ একটি পোস্টে রাহুল গান্ধী লেখেন, জুনের ২২ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও কমার্সের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। প্রায় দু'মাস পর

ওই তিনটি পরীক্ষা বাতিল করে সেপ্টেম্বরে আবার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, বছরের পর বছর প্রস্তুতি নেওয়া হাজার হাজার পরীক্ষার্থীকে ফের ফর্ম পূরণ, ফি প্রদান এবং দূরের পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াত করতে হবে।

রাহুল বলেন, "এনটিএ ভুল করে, কিন্তু শাস্তি পায় পড়ুয়া।" তাঁর দাবি, পরীক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন প্রস্তুতি নেওয়ার পাশাপাশি অর্থ, সময়, মানসিক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছেন। একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল কি না, সেই মূল প্রশ্নের জবাব এখনও এনটিএ দেয়নি।

'ছাত্রদের গর্জন' কর্মসূচির প্রসঙ্গ টেনে রাহুল বলেন, কোটা, দেরাদুন ও প্রয়াগরাজে তাঁর কর্মসূচির সময় তিনি বলেছিলেন, এটি আর শিক্ষা ব্যবস্থা নয়, বরং একটি 'এক্সট্রাকশন মেশিন'। তাঁর অভিযোগ, এই ব্যবস্থা পড়ুয়াদের কাছ থেকে টাকা ও বছরের পর বছর সময় নিয়ে বিনিময়ে চাকরিও দিতে পারছে না।

রাহুল গান্ধী আরও দাবি করেন, এনটিএ-র নেতৃত্বকেও জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি ছিল প্রথম পদক্ষেপ, শেষ নয়। সেপ্টেম্বরে ফের পরীক্ষায় বসতে চলা পড়ুয়াদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "তোমরাই সমস্যার কারণ নও।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ব্যবস্থার ব্যর্থতার জন্য পড়ুয়াদের দায়ী করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট মিটার ও বর্ধিত বিদ্যুৎ বিলের যাতাকল

সংস্থার দায়বদ্ধতা প্রয়োজন ঃ মানিক দে

যুবরাজনগরে কংগ্রেসের বিক্ষোভ, ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট ।। স্মার্ট মিটার বাতিল, বিদ্যুৎ বিলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ এবং বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নতির দাবিতে আগরতলা শহরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল সিপিআইএম সদর মহকুমা কমিটি। সোমবার রাজধানীতে মিছিল করার পর বনমালীপুরস্থিত বিদ্যুৎ নিগমের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা সিপিআইএম নেতা মানিক দে। তিনি বলেন, নষ্ট মিটার সময়মতো পরিবর্তন করে নতুন মিটার বসানো, নিয়মিত বিদ্যুৎ বিলের রিডিং নেওয়া এবং বকেয়া বিল আদায়ের ব্যবস্থা সঠিকভাবে করা হলে অস্বাভাবিকভাবে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

মানিক দে অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাঁর দাবি, বিদ্যুৎ মানুষের অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা হওয়ায় গ্রাহকদের প্রতি বিদ্যুৎ পরিচালনাকারী সংস্থার দায়বদ্ধতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সরকারের নীতিতে সেই দায়বদ্ধতার অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরও দাবি করেন, বর্তমানে রাজ্যের বিদ্যুৎ নিগমের ঋণের পরিমাণ প্রায় ১২০০ থেকে ১৩০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে সরকার সরাসরি দায় এড়িয়ে যেতে পারে না বলেও মন্তব্য করেন প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী। এদিনের কর্মসূচিতে সিপিআইএম কর্মী-সমর্থকরা মিছিল করে বনমালীপুর বিদ্যুৎ নিগমের কার্যালয়ের সামনে পৌঁছান। সেখানে স্মার্ট মিটার বাতিলসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

অন্যদিকে, সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএম নেতা অমল চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, বিদ্যুৎ বিলে একের পর এক নতুন চার্জ যুক্ত করা হচ্ছে এবং স্মার্ট মিটার বসানোর পর অনেক গ্রাহক অস্বাভাবিক বিলের সমস্যায় পড়ছেন।

অমল চক্রবর্তীর আরও অভিযোগ, গ্রাহকদের আপত্তি সত্ত্বেও বিভিন্ন এলাকায় স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। সিপিআইএম নেতৃত্বের দাবি, গ্রাহকদের স্বার্থে স্মার্ট মিটার বসানোর প্রক্রিয়া বন্ধ করা, বিদ্যুৎ বিলের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবার সার্বিক উন্নয়নে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা আদালত চত্বর থেকে পালানো বিচারাধীন বন্দি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট ।। আগরতলা জেলা ও দায়রা আদালত চত্বর থেকে এক বিচারাধীন বন্দি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার আদালতে সোপর্দ করার জন্য নিয়ে আসা ওই বন্দি পুলিশের নজর এড়িয়ে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। পরে আদালত চত্বর থেকেই তাকে পুনরায় আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

জানা গেছে, আদালতের লকআপে শৌচালয়ের ব্যবস্থা না থাকায় বিচারাধীন বন্দিদের প্রয়োজনের সময় লকআপের বাইরে নিয়ে যেতে হয়। সোমবারও একইভাবে এক বিচারাধীন বন্দিকে শৌচাগারে নিয়ে যাওয়ার জন্য লকআপের বাইরে আনা হয়েছিল। সেই সময় পুলিশের নজর এড়িয়ে ওই বন্দি আদালত চত্বর থেকে পালিয়ে যায়।

ঘটনা জানাজানি হতেই আদালত চত্বরে থাকা নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়। খবর দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট থানায়। পরে অতিরিক্ত পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি শুরু করেন।

দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পর আদালত চত্বরের আশপাশ থেকেই ওই বিচারাধীন বন্দিকে পুনরায় আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

তবে পুলিশের হেফাজত থেকে আদালত চত্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও নিরাপত্তাবেষ্টিত এলাকা থেকে বিচারাধীন বন্দির পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে আদালত চত্বরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বন্দিদের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে দল একলা চল সিদ্ধান্ত নেবে প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট ।। ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের আগে বিজেপির সঙ্গে জোট নিয়ে বড় বার্তা দিলেন তিপ্রা মথা পার্টির (টিএমপি) সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ২০২৪ সালের ২ মার্চ স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির শর্তগুলি বাস্তবায়ন না করলে বিজেপির সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা পুনর্বিবেচনা করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

সোমবার আগরতলায় টিএমপির বর্ধিত বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা বলেন, চুক্তি বাস্তবায়িত না হলে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

দরিদ্র গ্রাহকদের বাড়িতে সোলার বসানোর পরিকল্পনা ঃ মন্ত্রীরতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। রাজ্যের দরিদ্র অংশের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে বিদ্যুৎ দপ্তর। সোমবার আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কর্পোরেটর এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা।

বৈঠকে বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ১০ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ গ্রাহক দরিদ্র অংশের এবং তাঁরা মাসে গড়ে ৪০ থেকে ৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। এই গ্রাহকদের বাড়ির ছাদে সোলার সিস্টেম স্থাপনের বিষয়ে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিদ্যুতের একটি বড় অংশ গ্যাসের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। তবে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত সীমিত এবং ভবিষ্যতে এর সংকট তৈরি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সাধ ও সাধ্যের মধ্যে দেবী মনসার আরাধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট ।। রাত পোহালেই মনসা পূজা। আর পুজোকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বাজারে শুরু হয়েছে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা। বিভিন্ন বাজারে ছোট, মাঝারি ও বড় আকারের মনসা দেবীর প্রতিমা নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছেন মৃৎশিল্পীরা। সকাল থেকেই প্রতিমা কিনতে ক্রেতাদের আনাগোনা শুরু হয়েছে।

তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর প্রতিমার দাম কিছুটা বেশি বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা। তাঁদের দাবি, মাটি, খড়, রংসহ প্রতিমা তৈরির বিভিন্ন সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন খরচও বেড়েছে। সেই কারণে প্রতিমার দামও বাড়াতে হয়েছে।

বাজারে বর্তমানে প্রায় ২,৫০০ টাকা দামের প্রতিমাও বিক্রি হচ্ছে। আকার ও কারুকার্য অনুযায়ী প্রতিমার দামে অবশ্য পার্থক্য রয়েছে। বাড়ির পুজোর পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগেও মনসা পূজার আয়োজন হওয়ায় প্রতিমার চাহিদাও রয়েছে। পুজোর আর মাত্র একদিন বাকি থাকায় শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় ব্যস্ত সাধারণ মানুষ। প্রতিমার পাশাপাশি পুজোর অন্যান্য সামগ্রী কিনতেও বাজারে ভিড় বাড়ছে। সব মিলিয়ে মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বাজারে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে।

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 18-08-2026, 00:59

জাগরণ আগরতলা, ১৮ আগস্ট ২০২৬ ইং
১ আশ্বিন, মঙ্গলবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সমাজ মাধ্যমে শিশু নিগ্রহের কনটেন্ট!

পকসো আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ। সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে শিশু নিগ্রহের কনটেন্ট। বিষয়টি নিয়া এবার নরেন্দ্র মোদি সরকারের জবাব তলব করিল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি এবং আইন ও বিচার মন্ত্রককে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছে শীর্ষ আদালত।মামলাকারী তাঁহার আবেদনে অভিযোগ করিয়াছেন, শিশু নিগ্রহের ছবি বা ভিডিও নজরে আসিলেও সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ বা পুলিশের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে তাহা জানাইতেছে না। পরিবর্তে তাহারা আমেরিকার 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর মিসিং অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেড চিলড্রেন'কে জানাইতেছে। কিন্তু ভারতের পকসো আইন অনুযায়ী, শিশুদের উপর যৌন অপরাধের তথ্য পাইলে পুলিশকে তাহা জানানোর আইনি বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। আবেদনে শিশু নিগ্রহ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা
হইয়াছে। পাশাপাশি, যে সমস্ত প্ল্যাটফর্মগুলি শিশু নিগ্রহের কনটেন্ট নিয়া যথাযথ ব্যবস্থা নিতেছে না তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করিবারও দাবি জানাইয়াছেন মামলাকারী।আবেদনে একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা চালুর দাবি করা হইয়াছে, যাহার মাধ্যমে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি শিশু নিগ্রহ সংক্রান্ত কনটেন্ট নিয়য়া রিপোর্ট দাখিল করিতে পারিবে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় তদন্তকারীরাও সেই রিপোর্ট এবং ডিজিটাল প্রমাণ খতিয়ে দেখিতে পারিবে। গোটা ব্যবস্থাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি অভিন্ন আদর্শ কার্যপ্রণালীরও দাবি জানাইয়াছেন মামলাকারী।সমাজমাধ্যম জুড়িয়া শিশু নিগ্রহ ও যৌন নির্যাতনের কন্টেন্ট ছড়ানো এবং পকসো আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের জবাব তলব করিয়াছে। বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং আইন মন্ত্রককে নোটিশ পাঠাইয়াছে।

সামাজিক মাধ্যমগুলি যেমন ইনস্টাগ্রাম, মেটা শিশু নিগ্রহের কন্টেন্ট সনাক্ত করিলেও ভারতের স্থানীয় পুলিশ বা বিশেষ জুভেনাইল পুলিশ ইউনিটকে তাহা জানাইতেছে না। পরিবর্তে তাহারা আমেরিকার সংস্থা "ন্যাশনাল সেন্টার ফর মিসিং অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেড চিলড্রেন"কে রিপোর্ট করিতেছে, যাহা ভারতীয় পকসো আইনের লঙ্ঘন। একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে উঠিয়া আসিয়াছে যে, ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মে অর্থের বিনিময়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শিশু নিগ্রহের কন্টেন্ট প্রচার করা হইতেছে এবং ব্যবহারকারীদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে রিডাইরেক্ট করা হইতেছে।আইনি সুরক্ষা সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করিয়াছে, পকসো আইনের বাধ্যতামূলক রিপোর্টিং নিয়ম না মানিলে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৭৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি কোনও আইনি রক্ষাকবচ পাবে না। যে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম ভারতের আইন মানিয়া শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে পারিতেছে না, তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু করিতে হইবে।ডিজিটাল প্রমাণ সংরক্ষণ, আইপি অ্যাড্রেস শেয়ারিং এবং কন্টেন্ট সনাক্তকরণের জন্য একটি জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর তৈরি করা হোক।এমন একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল পোর্টাল তৈরি করা হোক, যাহার মাধ্যমে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি সরাসরি ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির কাছে প্রমাণ হস্তান্তর করিতে পারে। এই ধরনের অপরাধে জড়িতদের নাম দ্রুত "ন্যাশনাল ডেটাবেস অফ সেক্সুয়াল অফেন্ডার্স" এ নথিভুক্ত করিরার দাবি জানানো হইয়াছে।

কর আদায়ে তৎপর, নাগরিক পরিষেবায় উদাসীন, বেহাল ১০০ মিটার রাস্তা ঘিরে ক্ষোভ মেলাঘরে

মেলাঘর, ১৭ আগস্ট: শুধু ট্যাক্স আর ট্যাক্স, কাজের বেলা ফুরুত, মেলাঘর পৌরসভার নাগরিক পরিষেবা নিয়ে এমনই ক্ষোভে ফুঁসছেন শহরের একাংশের বাসিন্দারা। পৌরসভা নিয়মিত কর আদায় করলেও নাগরিকদের মৌলিক পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন এমন উদাসীনতা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভুক্তভোগীরা।

অভিযোগ, মেলাঘর পৌরসভার ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝামাঝি এলাকায় মেলাঘর-সোনামুড়া মূল সড়ক থেকে মাত্র প্রায় ১০০ মিটার দূরের একটি সংযোগকারী রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সংস্কারের অভাবে রাস্তাটি বর্তমানে কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তার বিভিন্ন অংশে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। বর্ষার জলে সেই গর্তগুলিতে জমছে কাদা ও জল। ফলে প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে মহিলা, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি ও পথচারীদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার এই দুরবস্থা চললেও পৌর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলর গুরুপদ রায়ের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, নির্বাচনের আগে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ভোটের পর সমস্যার সময় জনপ্রতিনিধিদের আর দেখা মেলে না।

রাস্তার দুরবস্থার প্রতিবাদে এবার সরাসরি আন্দোলনে নামেন এলাকার মহিলারা। কাদা ও জলে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানান তাঁরা। একপর্যায়ে রাস্তা অবরোধের মতো কর্মসূচির মাধ্যমে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় মহিলারা।

তাঁদের দাবি, জোড়াতালি দিয়ে রাস্তা মেরামত নয়, স্থায়ীভাবে সমস্যার সমাধান করতে হবে। দ্রুত পরিকল্পিত নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করে রাস্তাটিকে আধুনিক ও টেকসই 'সিটি রোড'-এ রূপান্তরের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ক্ষুব্ধ মহিলারা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, দ্রুত রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া না হলে আগামী দিনে মেলাঘর পৌরসভার সামনে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এখন দেখার, স্থানীয় মহিলাদের এই প্রতিবাদের পর পৌর কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ করে কি না। নাকি দীর্ঘদিনের এই নাগরিক দুর্ভোগই মেলাঘরের বাসিন্দাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে থেকে যাবে, সেই প্রশ্নই এখন এলাকাবাসীর।

একত্রে নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ এসটিজিটি উত্তীর্ণদের

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: একত্রে নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন শতাধিক এসটিজিটি উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীরা। আজ এসটিজিটি উত্তীর্ণরা একত্রিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু তুলসীবতী স্কুলের সামনে পৌঁছানোর পর পুলিশ তাদের পথ আটকে দেয়। এরপর আন্দোলনকারীরা সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন তুলে দেন ডেপুটি কালেক্টর অ্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেটের (ডিসিএম) হাতে।

আন্দোলনকারীদের দাবি, ২০২৫ সালে প্রায় তিন হাজার যুবক-যুবতী এসটিজিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু সরকার বর্তমানে মাত্র ১,৭০০টি পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ফলে বাকি উত্তীর্ণদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বলে দাবি তাদের।

তাদের বক্তব্য, যেহেতু তাঁরা একই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাই সকল যোগ্য প্রার্থীকে একসঙ্গে নিয়োগের আওতায় আনতে হবে। এই দাবিতেই এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বিক্ষোভকারীরা হুঁশিয়ারি দেন, সরকার যদি দ্রুত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

উষ্ণায়নের অঙ্কে ২০৫০ সাল কি ভারতের সর্বনাশা বছর হবে?

বিশেষ প্রতিবেদন।। ছোট ছোট বিপদ আমাদের নাড়িয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের ছোট মাথায় বড় বিপদের ছবিটা শুধু বোধহয় গল্প হয়েই থেকে যায়। এটার সব থেকে বড় উদাহরণ উষ্ণায়ন। তথ্য আমাদের নাড়ায় না। কিন্তু তথ্য যে ভয়ের কথা বলে সেই ভয় যখন সত্যি হয়, তখন আমরা কেঁপে যাই। যেমন আমপান। কিন্তু তার পিছনের কারণকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার প্রয়াসে আমাদের এত আলস্য কেন?

কারণ কি সত্যি আমাদের বড় বিপদ বুঝে ওঠার অক্ষমতা?

উদাহরণ? এই লেখা যখন লিখছি কলকাতায় গরম তখন ৩৮ ডিগ্রি ছাড়ানোর পথে। গরমের বোধ ৪৩ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে। বঙ্গোপসাগরের জঠরে জন্ম নেওয়া ঝড়ের শক্তি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আর তার পিছনে কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা ক্রমাগত বেড়ে চলা সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রাকেই দায়ী করছেন। তথ্য বলছে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রিতে পৌঁছলেই ঝড়ের জন্মের সম্ভাবনা তৈরি হতে থাকে। আর বিধ্বংসী ঝড়গুলোর পিছনে রয়েছে বঙ্গোপসাগরের ক্রমাগত বাড়তে থাকে তাপমাত্রা। যা এখন গড়ে ৩০ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়িয়েছে!

নিজেদের মৃত্যুবাণ আমরা কিন্তু নিজেরাই তৈরি করেছি। নির্বিচারে গাছ কেটে। যত্রতত্র নদীতে বাঁধ দিয়ে। আর তার ফল? এর কারণে তৈরি উষ্ণায়ন আমাদের সরাসরি মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লাইমেট রিয়ালিটি প্রজেক্টের তথ্য বলছে, ভারতে উষ্ণায়নের কারণে মৃত্যুর হার বেড়ে চলেছে। কতটা? দুটো ৫ বছরের তুলনা করা হয়েছে এই সমীক্ষায়। ২০০০ থেকে ২০০৪ এই ৫ বছরের সঙ্গে ২০১৭ থেকে ২০২১। এই সমীক্ষা বলছে, এই দুই সময়কালে অত্যধিক গরমের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে ৫৫ শতাংশ!

আমরা তো আত্মহননকারী। না হলে যশোর রোডকে প্রশস্ত করতে শয়ে শয়ে গাছকে বলি দিলাম কেন? এটার মানে এই নয় যে রাস্তা হবে না। কিন্তু পুরনো গাছের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উন্নয়ন যজ্ঞে হাত দেওয়া যে আত্মাহুতির সমান তা কিন্তু আমরা বুঝছি না। একটা নিয়ম আছে নাকি যে গাছ কাটলে নতুন গাছ অন্য কোথাও বসাতে হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে নতুন গাছ বড় হয়ে পুরনো গাছের সমান দূষণ ছাঁকতে যে সময় নেবে সেই সময়কালে বায়ুদূষণের ছাঁকনিটা কী হবে?

একটা কথা মাথায় রাখতে হবে। যত সময় যাচ্ছে আমাদের সভ্যতাকে বাঁচানোর খরচ বাড়ছে। ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা প্রায় সেই জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছি যেখান থেকে বাঁচার জায়গায় ফেরা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে হলেও হয়ত গাছ কেটে গাছ বসিয়ে আমরা অবস্থা সামাল দিতে পারতাম। কিন্তু সেই সময়ে ভবিষ্যতের কথা না ভাবায় আজ যে জায়গায় পৌঁছেছি সেখানে কিন্তু গাছ না কেটে তার প্রতিস্থাপন বা পুনর্বাসনের কথা ভাবতে হচ্ছে আমাদের। আর এর খরচ যা তা কি আমাদের সরকারের কোষাগার টানতে পারবে? পারবে না বলেই সোজা পথ হল গাছ কেটে ফেলা। আর তার অভিঘাত? অত্যধিক গরমের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া।

অনেকেই বলেন, ধিকি ধিকি মরার থেকে একেবারে মৃত্যু নাকি অনেক বেশি কাম্য। কিন্তু উষ্ণায়ন যাঁরা বেঁচে আছি তাঁদের অন্য ভাবেও মারছে। অভুতপূর্ব ঝড়, বৃষ্টি, খরা আর বন্যা এখন আমাদের জীবনের অঙ্গ। পানীয় জলের ঘাটতি বাড়ছে। আমাদের দেশের কৃষির উপর ৭০ শতাংশের জীবিকা নির্ভরশীল। আর সেই জীবিকা এখন বলির পাঁঠা হয়ে উঠেছে। এর ফলে সমীক্ষা বলছে ২০৪০ সালের মধ্যে শুধু উষ্ণায়নের কারণেই দেশের দরিদ্রের সংখ্যায় আরও ৫ কোটি মানুষ যুক্ত হবে ২০৪০ সালের মধ্যেই। মাথাপিছু পানীয় জলের সঞ্চয় ১৯৫০ সালের তুলনায় কমেছে ৭০ শতাংশ। আর প্রতি বছর জলাভূমির সংখ্যা কমছে ৩ শতাংশের একটু বেশি হারে।

উষ্ণায়ন কিন্তু কাউকে রেওয়াত করে না। ভুটানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেরিং টগবে উষ্ণায়ন নিয়ে তাঁদের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে সরাসরি যা বলেছিলেন তা কিন্তু আমরা মাথায় রাখি না। তিনি বলেছিলেন, ভুটান দূষণহীন। কারণ তাঁরা দূষণের মূল্য কী হতে পারে তা বোঝেন। সমস্যা হচ্ছে হিমবাহ গলে তাঁদের দেশে যে বন্যা হচ্ছে তাঁর মূলে রয়েছে প্রতিবেশি দেশগুলির দূষণের অভিঘাত ভুলে নির্বিচারে উন্নয়নের নামে প্রকৃতি ধ্বংসে মেতে থাকা। প্রকৃতির কাছে রাজনৈতিক সীমা অর্থহীন এটা আমরা মাথায় রাখি না। এই যুদ্ধ যে আসলে মানব সভ্যতা বাঁচানোর যুদ্ধ তা-ও আমাদের ছোট মাথায় রাখতে চাই না আমরা। সব মিলিয়ে সমস্যাটা কিন্তু দাঁড়িয়েছে এই রকম। দূষণ রুখতে যদি আমরা সবাই হাত না লাগাই তা হলে লাগাম ছাড়া উষ্ণায়নে প্রথমেই যেটা হবে সেটা হল বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতি। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে কৃষির উতাদন কমবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য বলছে যেখানে চালের উতাদন বৃষ্টিনির্ভর সেখানে উষ্ণায়নের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে উতাদন কমবে ২.৫ শতাংশের মতো। সেচনির্ভর অঞ্চলে চালের উতাদন ২০৫০ সালে কমবে ৭ শতাংশ আর ২০৮০ সালে তা আরও কমবে ১০ শতাংশের মতো। অর্থাৎ একই প্রয়াসে চাষিরা যে ফলন ঘরে তুলবেন তা আজকের তুলনায় অনেক কম। এটা যে হঠাতহবে তা নয়। উষ্ণায়নের কারণে কিন্তু কৃষির উতাদনশীলতা কমতেই থাকবে। তার কারণ একাধিক। জলের অভাব, জলবায়ুর পরিবর্তন, বন্যা এবং খরা। আর এই পথেই আরও অনেক বেশি মানুষ দরিদ্র হবেন। কারখানার উতাদনও কমবে কারণ অত্যধিক গরমের কারণ কর্মীদের কাজ করার ক্ষমতাও কমবে। আর এই সব মিলিয়েই ২০৫০ সাল ভারতের পক্ষে উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে একটি মাইলফলক হতে চলেছে। কারণ সমীক্ষা বলছে উষ্ণায়নের কারণে ওই বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে ৫০টি দেশ সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের মধ্যে ক্ষতির অঙ্কে ভারত থাকব তৃতীয় স্থানে। এই ক্ষতি কতটা আর এড়ানো যাবে বলা মুশকিল। কিন্তু হাল না ছেড়ে গাছ কাটা আর জলাভূমি বোজানো রুখে বাঁচার যুদ্ধটা এখনই শুরু করতে হবে। দেরি তো হয়েইছে। কিন্তু আরও দেরি করলে যে সর্বনাশ হবে তা কিন্তু সব সমীক্ষাতেই পরিষ্কার।

চাঁদে প্রথম মানুষ

আবুল বাসার

১৯৬৯ সালের ১৬ জুলাইয়ের সকাল। যুক্তরাষ্ট্রের কেপ কেনেডি স্পেস সেন্টারের আশপাশের কয়েক কিলোমিটার লোকে লোকারন্য। গত রাত থেকেই কার, জিপ, বাস, নৌকা এমনকি ছোট ছোট বিমানও গাদাগাদি অবস্থা গোটা এলাকা। অনেকেই ছোট ছোট তাবু খাটিয়ে অস্থায়ী আবাস বানিয়ে নিয়েছেন। কেউ কেউ খোলা আকাশের নিচেই আছেন বহাল তবিয়তে। হাতে ক্যামেরা, দুরবীন, রেডিও নিয়ে কৌতুহলে অধীর অপেক্ষা আর উত্তেজনার প্রহর গুনছেন তারা।

এদের বেশিরভাগই এসেছে আনন্দ-উল্লাস করতে। কেউ কেউ হাতে প্ল্যাকার্ড, ব্যানার নিয়ে এসেছে মহাকাশ খাতে মার্কিন সরকারের বিপুল অর্থ অপচয়ের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ জানাতে। কিন্তু পক্ষ হোক আর বিপক্ষ হোক, সেদিন সেখানে উপস্থিত সবাই জানত, তারা আজ মানবজাতির অনেক বড় এক ইতিহাসের সাক্ষী হতে যাচ্ছেন। এ এমন এক ইতিহাস যা যুগ যুগ ধরে বলে গেলেও পুরোনো হবে না।

কিছুক্ষণ পরেই দুঃসাহসী তিন নভোচারীকে নিয়ে প্রায় তিন লাখ ৮৪ হাজার কিলোমিটার দূরের চাঁদের পানে ছুটে যাবে অ্যাপোলো ১১ নামের নভোযান। শুধু তাই নয়, মানব ইতিহাসে এবারই প্রথম পৃথিবীর বাইরে পা রাখবে মানুষ, চরকা কাটা চাঁদের বুড়ির দেশে পা রাখবে। হ্যাঁ, যন্ত্র নয়, আস্ত জলজ্যান্ত মানুষ। এর মাধ্যমেই সেদিন মহাকাশ প্রতিযোগিতায় চির প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত ইউনিয়নকে দাঁত ভাঙা জবাব দেবে যুক্তরাষ্ট্র। তাই গোটা মার্কিনজাতি (নাকি মানবজাতি) যেনো কল্পনার ডানায় সেদিন তিন নভোচারী- নীল আর্মস্ট্রং, বাজ অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্সের সাথে চাঁদের পথে রওয়ানা হয়েছিল।

স্থানীয় ঘড়িতে ৯টা বেজে ২৩ মিনিট। কেপ কেনেডির দিগন্তরেখায় আকাশমুখি করে রাখা রকেটের তলদেশে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। তীব্র আগুনের হলকার সাথে সাদা ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল চারদিক। ধুমকেতুর মত লেজে আগুনেপুচ্ছ রেখে ধীরে ধীরে আকাশের দিকে ছুটতে শুরু করল স্যাটার্ন ভি রকেট। ক্রমেই বাড়তে লাগল তার বেগ। রকেটটির ওপরের দিকে বিশেষ কায়দায় বসানো হয়েছে কমান্ড মডিউল ও লুনার মডিউল। তার মধ্যেই তখন বসে দাঁতে দাঁত চেপে মহাকর্ষের শক্ত বাধন ছিন্ন করছেন তিন নভোচারী। পৃথিবীর মহাকর্ষের মায়া কাটিয়ে মহাশূন্যে অ্যাপোলো ১১-কে উঠার দৃশ্য দেখে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ল। কেউ কেউ অবশ্য আবেগের ভার সইতে না পেরে কেঁদে ফেলতেও দ্বিধা করল না। ঠিক তখন রকেটের মাথায় সুরক্ষিত নিয়ন্ত্রণকক্ষে বসে থাকা তিন নভোচারীর উত্তেজনা এখন অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছে। কারণ বিগত কয়েক বছর ধরে তারা এ দিনটির জন্য অপেক্ষা করে আসছিলেন। সেজন্য অনেক কঠিন সব প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে কৃত্রিম পরিবেশে। বাস্তবের চেয়ে অনেকক্ষেত্রে প্রশিক্ষণটাই কঠিন ছিল। তাই ভবিতব্য ঘটনাগুলো তাদের কাছে মুখস্তই ছিল।

স্যাটার্ন ভি রকেট উৎক্ষেপনের ৩ ঘন্টার পর পৃথিবীর কক্ষপথে এসে রকেট থেকে কলাম্বিয়া ও ঈগল আলাদা হয়ে গেল। তারপর দুই নভোযান একত্রে পৃথিবীর কক্ষপথে ছেড়ে চাঁদের পথে তিন দিনের যাত্রা শুরু করল। এই দীর্ঘ যাত্রার শুরুতেই অভিযাত্রীরা কলাম্বিয়ার পেছন থেকে লুনার মডিউল ঈগলকে বের করে এনে কলাম্বিয়ার সাথে জুড়ে দিলেন। এরপর দুই মডিউলের মধ্যে তারা প্রয়োজনমত যাতায়াত করতে লাগলেন। এই দুটো যানের নাম দেওয়া হয়েছে মার্কিন দুই জাতীয় প্রতীকের ওপর ভিত্তি করে। প্রথমটির আমেরিকার নারীরূপ কলাম্বিয়া আর দ্বিতীয়টি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পাখি ঈগল।

আগের অ্যাপোলো মিশনগুলো ছিল আসলে এই চূড়ান্ত অ্যাপোলো ১১ মিশনের জন্য স্রেফ প্রস্তুতি এবং মহড়া। তাই এই পথে কীভাবে যেতে হবে তা অ্যাপোলোর তিন অভিযাত্রী তথা নাসার জানাই ছিল। চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তারা দুটো মডিউলের নানা যন্ত্রপাতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন, কোথাও কোন ত্রুটি আছে কিনা। শুধু খাওয়া, ঘুম আর পৃথিবীবাসীর সাথে টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারের সময়টুকু বাদে একটু বিশ্রাম নিতে পারলেন তিন নভোচারী-কমান্ড মডিউল পাইলট মাইকেল কলিন্স, লুনার মডিউল পাইলট বাজ অলড্রিন এবং কমান্ডার নীল আর্মস্ট্রং।

মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই দ্য ক্ল্যাশ সিভিলাইজেশন অ্যান্ড দ্য রিমেকিং অব ওয়ার্ল অর্ডার। সে বইতে তিনি বলেছেন, 'সাধারণ মানুষ বুঝে হোক, বা না বুঝে হোক সবসময়ই আমরা ও তারা, আমাদের ও তাদের দল, আমাদের সভ্যতা ও তাদের বর্বরতা- এরকম বিভক্ত হতে পছন্দ করে।' এরকমই এক বিভক্তি এবং তা থেকে জন্ম নেওয়া চরম প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের চাঁদে অভিযানের এই পরিকল্পনা। এটা যতটা না বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বার্থে, তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি ছিল রাজনৈতিক। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা-নাসার অ্যাপোলো অভিযান শুরু হয়েছিল আসলে রাশিয়ার (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন) সাথে ঠান্ডা যুদ্ধের কারণে।

মহাকাশ গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রকে একের পর এক হারিয়ে দিচ্ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত ইউনিয়ন। মহাকাশে প্রথম স্যাটেলাইট স্পুটনিক-১ পাঠিয়েছিল রাশিয়া (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন)। সেই স্যাটেলাইট যখন পৃথিবীর কক্ষপথে বসে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে উড়ে আলোক সংকেত দিচ্ছিল, তখন গোটা মার্কিনবাসীর মুখে মাছি ঢোকার মত হা করে চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। মহাকাশে প্রথম প্রাণী, লাইকা নামের এক কুকুর। সেও সোভিয়েত কৃতিত্ব। ১৯৬১ সালে মহাকাশে প্রথম মানুষ, ইউরি গ্যাগারিন। সারা বিশ্বে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে আবারও সোভিয়েত ইউনিয়ন, সেই সাথে সমাজতন্ত্রের। ১৯৬৩-র ১৬ জুন ভোস্তক ৬ নভোযানে চড়ে মহাকাশে যান প্রথম নারী এবং বেসামরিক নাগরিক ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা। সে অর্জনও সোভিয়েতের। চাঁদের মাটিতে নামা প্রথম নভোযান লুনা ২। সে কৃতিত্বটাও সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে। পুঁজিবাদী পরাশক্তির নাকের ডগা দিয়ে একের পর এক সমজাতন্ত্রী স্পর্ধা আর কাহাতক সহ্য করা যায়। সেই তুলনায় মার্কিন অর্জন বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই। তারাও মহাকাশে একে একে সবই করেছে। কিন্তু গোটা বিশ্ববাসীর কাছে সেগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের পদাঙ্ক অনুসরণ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই মহাকাশে পাঠানো প্রথম মার্কিন প্রাণী, প্রথম মানুষ, প্রথম নারীর খোঁজ কিংবা মনে রাখেনি বিশ্ব। মার্কিন প্রশাসন অনেক চেষ্টা করেও মহাকাশে কোন ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে পেরে উঠল না। তবে কি পুঁজিবাদী মার্কিনীরা সমাজতন্ত্রের কাছে পদানত? বিশ্ব যে আজ দিকে দিকে সমাজতন্ত্রের জয়গান করছে?

> পৃথিবীর মহাকর্ষের মায়া কাটিয়ে মহাশূন্যে অ্যাপোলো ১১-কে উঠার দৃশ্য দেখে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ল। কেউ কেউ অবশ্য আবেগের ভার সইতে না পেরে কেঁদে ফেলতেও দ্বিধা করল না।

এভাবে মার্কিন জনগণের মনে জমতে লাগল ক্ষোভ আর অপমানের পাহাড়। সেই ক্ষোভ শেষপর্যন্ত আগ্নেয়গিরি হয়ে বেরিয়ে এলো ১৯৬০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। মহাকাশ গবেষণায় আরও জোর দেওয়ার কথা বলে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে হটিয়ে নির্বিঘ্নে ক্ষমতার মসনদে বসলেন জন এফ. কেনেডি। আসলে মার্কিন জনগণের মনের কথাটা ঠিকঠিক বুঝতে পেরেছিলেন কেনেডি। বুঝতে পেরেছিলেন, মহাকাশ গবেষণায় (বলা ভালো, প্রতিযোগিতায়) সোভিয়েত ইউনিয়নকে টেক্কা দিতেই হবে যেকোন মূল্যে। কিন্তু সেটি কীভাবে করা সম্ভব? কারণ মহাকাশের সবগুলো ক্ষেত্রেই তো এরই মধ্যে প্রথম হয়ে বসে আছে তারা। অনেক আলোচনা আর বাকবিতণ্ডার পর কেনেডি প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিল, একমাত্র চাঁদে মানুষ পাঠিয়েই সোভিয়েত বেড়ায়াপনার দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া সম্ভব। তাই ১৯৬১ সালের ২৫ মে মাসে কংগ্রেসের এক যৌথ অধিবেশনে তিনি ঘোষণা দিলেন, 'আমার বিশ্বাস, এই দশক শেষ হওয়ার আগেই চাঁদের মাটিতে মানুষ পাঠিয়ে তাকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনাটাই এই জাতির লক্ষ্য অর্জন করতে প্রতিজ্ঞা করা উচিত।' কেনেডির এই ঘোষণার পরপরই সত্যিকার অর্থে মহাকাশ প্রতিযোগিতার যুগ শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রে। অনেকের আপত্তির মুখেও এবার মহাকাশ গবেষণা খাতে বিপুল অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার বাজেট দেয়া হয় ১৯৬০ সালে, যা ছিল আমেরিকার জিডিপির ২.৫ শতাংশ। আর এই বাজেট দেয়া হয় টানা ১০ বছর। অবশ্য এক শ্রেণির মার্কিনী তাতেও ক্ষোভে ফেটে পড়ল। তাদের সাথে যোগ দিলেন, কিছু বিজ্ঞানী ও গবেষক। তাদের দাবি, স্রেফ প্রতিযোগিতার নামে অত অর্থ অপচয়ের কোন মানে হয় না। তার বদলে ক্যান্সারসহ অন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেক গবেষণায় টাকা ঢালা দরকার।

সমালোচনা জমে উঠতেই কেনেডি জবাব দিতে বাধ্য হলেন। জবাবটা দিলেন ১৯৬২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের নাসার মানুষবাহী স্পেসফ্লাইট সেন্টারের উদ্বোধন করতে গিয়ে। সেখানকার ফুটবল স্টেডিয়ামে সেদিন উপস্থিত প্রায় ৪০ হাজার মানুষ। জনতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে কেনেডি দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, 'অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, আমরা চাঁদে কেন যেতে চাই? আমরা কেন এরকম লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি? তারা হয়ত এটাও জিজ্ঞেস করে বসতে পারে, আমরা সর্বোচ্চ পাহাড়চূড়ায় কেন উঠি? কেন ৩৫ বছর আগে, আটলান্টিক প্লেনে পাড়ি দিয়েছি? এ দশকে আমরা চাঁদে যেতে চেয়েছি...আমরা চাঁদে যেতে চেয়েছি...আমরা চাঁদে যেতে চেয়েছি।'

কেনেডি কথা শেষ করার আগেই ৪০ হাজার মানুষের তুমুল করতালি আর হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল গোটা এলাকা। সেই গর্জনে এক তুড়িতেই যেন খড়কুটোর মত উড়ে গেল চন্দ্র অভিযানের বিপক্ষবাদীরা। সমালোচকদের তখন আর থোড়াই কেয়ার করে কেনেডি প্রশাসন। সাজ সাজ রব পড়ে গেল গোটা যুক্তরাষ্ট্রে। চাঁদে মানুষ পাঠাতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে শুরু করে নাসা। এর সাথে যুক্ত হল কয়েক লাখ মানুষ। আইজেনহাওয়ারের মেয়াদের শেষ দিকে শুরু হয়েছিল জেমিনি প্রজেক্ট। এমনকি অ্যাপোলো প্রজেক্টের কথাও তখন ভাবা হয়েছিল। তার পালেও এবার তীব্র হাওয়া লাগে। শুরু হয় অ্যাপোলো নামের নতুন প্রজেক্ট। গ্রিকদের আলো, সংগীত এবং সূর্যের দেবতার নামেই এমন নাম। নামকরণ করেছিলেন নাসার ম্যানেজার অ্যাবে সিলভারস্টাইন। ১৯৬০ সালের শুরুর দিকে নিজের বাড়িতে এক সন্ধ্যায় হঠাৎ নামটি দেওয়ার কথা মনে হয় তার। অ্যাবের মনে হয়েছিল, অ্যাপোলো তার রথে চেপে যেভাবে যাতায়াত করে, নাসার প্রস্তাবিত এই বড় ধরনের কর্মসূচির জন্য এর চেয়ে যুতসই নাম আর কিছুই হতে পারে না।

কিন্তু কেনেডি তো ঘোষণা দিয়েই খালাস। যুক্তরাষ্ট্র যখন চাঁদে মানুষ পাঠাবার কথা ভাবছে, তখন তাদের সত্যিকার অর্থেই সে ক্ষমতা ছিল না। আজকের মত উন্নত কম্পিউটার, রকেট, স্পেসস্যুট কিংবা অন্যান্য প্রযুক্তির কিছুই ছিল না তাদের। আবার যাত্রাপথে কী কী বাধা মোকাবেলা করতে হবে, কোন পথে, কীভাবে যেতে হবে তারও কোন হদিশ জানা ছিল না মার্কিন বিজ্ঞানীদের। এরকম আরও অনেক অভাব আর অজানা সত্ত্বেও শুধু প্রবল ইচ্ছাশক্তি জোরে মাত্র ৯ বছরের মাথায় যে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা যায়, সেটা মানব ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ বটে। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেটি চাক্ষুস করে যেতে পারলেন না কেনেডি। ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর আততায়ীর গুলিতে নিহত হন তিনি।

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭ সাল। ততদিনে আততায়ীর হাতে নিহত ৩৫তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি। তার স্মরণে ১৯৬৩ সালে ফ্লোরিডায় নাসার রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের নাম রাখা হল কেপ কেনেডি। এখান থেকেই অ্যাপোলো প্রজেক্টের প্রথম মানুষবাহী কর্মসূচি শুরু হবে। কিছুদিন পর অ্যাপোলো ১-এ চড়ে পৃথিবীর নিম্নকক্ষপথ পরীক্ষা করে দেখা হবে। দেওয়া হবে তারই মহড়া।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলায় সমাপ্ত হলো নেসনিম ২০২৬

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: হোলি ক্রস এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন (HCEF পরিচালিত "নর্থইস্টার্ন স্টুডেন্টস ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন মুভমেন্ট" (NESNIM/নেসনিম)-এর চার দিনব্যাপী শিক্ষা, বন্ধুত্ব, সাংস্কৃতিক বিনিময়, খেলাধুলা ও উদযাপনের অনুষ্ঠানটি আজ হোলি ক্রস স্কুল, আগরতলায় সমাপ্ত হয়েছে।১৪ থেকে ১৭ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নেসনিম ২০২৬-এ উত্তর-পূর্ব ভারতের তিনটি রাজ্যত্রিপুরা, মেঘালয় ও মিজোরামের ৩১টি স্কুলের ৬৬০ জন শিক্ষার্থী এবং ১০০ জন অ্যানিমেটর একত্রিত হয়েছিলেন। ২০২৬ সালের এই আসরটি নেসনিম-এর ২৫ বছর বা রৌপ্যজয়ন্তী চিহ্নিত করে, যা ২০০১ সালে তৎকালীন অঞ্চলে বিদ্যমান সামাজিক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে একটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শান্তি উদ্যোগ হিসেবে শুরু হয়েছিল। বহু বছর ধরে এই আন্দোলনটি তরুণদের নতুন সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে, বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে এবং একসঙ্গে এগিয়ে চলার একটি প্রাণবন্ত প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরিত হয়েছে।চলতি বছরের রৌপ্যজয়ন্তী আসরের মূল ভাবনা ছিল The 5G Mindset: Building Leaders for Tomorrow"। এখানে "৫ও" দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছেদৃঢ়সংকল্প (Grit), বিকাশ (Growth) , লক্ষ্য (Goals), মহত্ত্ব (Greatness) এবং সুরক্ষা । এই মূল ভাবনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহনশীলতা, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনযাপন, মূল্যবোধভিত্তিক নেতৃত্ব এবং প্রযুক্তি ও ডিজিটাল মাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যবহারের মানসিকতা গড়ে তুলতে উৎসাহিত করার জন্য উৎসাহিত করেন। রাজ্যপাল তরুণ সমাজের শক্তি ও সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন এবং নেসনিম-কে উত্তর-পূর্ব ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, ভাষা ও তরুণদের একত্রিত করার এক অর্থপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বর্ণনা করেন।সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ক্রাইম) শ্রী অবুলা রমেশ রেড্ডি, আইপিএস। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি শৃঙ্খলা, চরিত্র গঠন, দায়িত্ববোধ এবং নিজের সামর্থ্যকে ইতিবাচক কাজে ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তরুণদের নেসনিম-এর বন্ধুত্বের মনোভাব ও ঐক্যের সুরকে অনুষ্ঠানের বাইরেও বজায় রাখা এবং সমাজের জন্য অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে পারে এমন দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার আহ্বান জানান।এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হোলি ক্রস এডুকেশনাল ফাউন্ডেশনের সম্পাদক ফাদার জর্জ জ্যাকব, সিএসসি বলেন যে, নেসনিম-এর প্রকৃত সাফল্য কেবল এই চার দিনে আয়োজিত কর্মসূচির মাধ্যমে পরিমাপ করা যাবে না, বরং শিক্ষার্থীরা এখান থেকে কী শিক্ষা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে তার ওপর নির্ভর করবে।"আমরা আশা করি প্রতিটি শিক্ষার্থী এখান থেকে আরও উদার হৃদয়, প্রসারিত মন এবং নিজের থেকে আলাদা মানুষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরবে। এখানে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব যদি এই চার দিনের পরেও টিকে থাকে, যদি শিক্ষার্থীরা আরও বেশি আত্মবিশ্বাস এবং শক্তিশালী দায়িত্ববোধ নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়, তবেই নেসনিম তার উদ্দেশ্য সত্যিকারের অর্থে অর্জন করতে পেরেছে।"

গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করে পালানোর আগেই ঘুম হাতেনাতে ধরা পড়ল চোর

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: চুরি করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘুমই কাল হলো এক দুষ্কৃতীর। গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করে চম্পট দেওয়ার মুখে ঘটনাস্থলের কাছেই ঘুমিয়ে পড়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক যুবক। অভিনব এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেলাঘর থানার অন্তর্গত তেলকাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শেষ সীমানা ফকিরবাড়ি পচারমার ঘাট সমর সেতু সংলগ্ন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পাশাপাশি ঘটনাটি স্থানীয়দের মধ্যে হাসির খোরাকও তৈরি করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার গভীর রাতে সমর সেতু সংলগ্ন ফকিরবাড়ির বাসিন্দা স্বপন ঘোষের বাড়ির রান্নাঘরের দরজার ছিটকিনি প্লাস দিয়ে ভেঙে একটি গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে যায় চোর। কিন্তু সিলিন্ডার নিয়ে কিছুটা দূরে যেতেই ঘটে বিপত্তি। রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ বাড়ির মালিক স্বপন ঘোষ ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান, রান্নাঘর থেকে গ্যাস সিলিন্ডারটি উধাও।

এরপর আশপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করতেই চক্ষু চড়কগাছ স্বপনবাবুর। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে গ্যাস সিলিন্ডারটি পাশে রেখে এক ব্যক্তি অঘোরে ঘুমিয়ে রয়েছে। বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। পরে স্থানীয়রা মিলে ঘুমন্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলেন।

খবর দেওয়া হয় মেলাঘর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ধৃতের নাম ইমান হোসেন। তার বাড়িও তেলকাজলা এলাকায় বলে জানা গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ইমান এর আগেও এলাকায় একাধিক গরু চুরি সহ বিভিন্ন ছোট-বড় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। তার বেপরোয়া চুরি ও অসামাজিক কার্যকলাপে পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকাবাসীও অতিষ্ঠ বলে দাবি স্থানীয়দের।

প্রাথমিকভাবে পুলিশ ও স্থানীয়দের একাংশের ধারণা, নেশার টাকা জোগাড় করতেই ওই যুবক চুরির উদ্দেশ্যে বাড়িতে ঢুকেছিল। তবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কিংবা অতিরিক্ত ক্লান্তির কারণে সে ঘটনাস্থলের কাছেই ঘুমিয়ে পড়েছিল কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে মেলাঘর থানার পুলিশ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় একদিকে যেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে চুরি করতে গিয়ে চোরের এভাবে ঘুমিয়ে পড়ার ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে তৈরি হয়েছে হাস্যরসের পরিবেশও।

বিলোনিয়ায় 'ওয়াইল্ডলাইফ কানেক্ট' কর্মশালা বিজ্ঞানীর সঙ্গে সরাসরি আলাপচারিতায় ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ আগস্ট: ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রকৃতি সংরক্ষণে তাঁদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার লক্ষ্যে বিলোনিয়ায় বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হলো। সাউথ ত্রিপুরা ইয়ুথ ফোরামের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মশালার শিরোনাম ছিল 'ওয়াইল্ডলাইফ কানেক্টবিজ্ঞানীর সঙ্গে সরাসরি আলাপচারিতা'। একদিনের এই কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে বিলোনিয়া গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, সারাসীমা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এবং আর্য্য কলোনি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া মহকুমার ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য এবং তৃষ্ণা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ওয়ার্ডেন তথা ত্রিপুরা বন পরিষেবার আধিকারিক বিমল দাস। কর্মশালার প্রধান অতিথি ও মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মধ্যপ্রদেশের জবলপুর স্টেট ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ড. অনিরুদ্ধ মজুমদার। পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে ড. মজুমদার ছাত্রছাত্রীদের সামনে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিভিন্ন সফল উদ্যোগ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরেন। আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায় বাঘ ও চিতা সংরক্ষণ, জলজ প্রাণী সংরক্ষণ, ক্যামেরা ট্র্যাপ প্রযুক্তির মাধ্যমে বাঘের সংখ্যা নির্ণয় এবং বন্যপ্রাণীর উপস্থিতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ শনাক্ত করার বিভিন্ন পদ্ধতি। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশ সরকারের 'অনুভূতি' কর্মসূচি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়। প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণীর সঙ্গে তাঁদের আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান বিশেষজ্ঞরা।

কর্মশালায় ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত উৎসাহ ও কৌতূহলের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তারা বিশেষজ্ঞ বক্তার কাছে প্রশ্ন করে। ড. অনিরুদ্ধ মজুমদার তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণে কীভাবে নিজেদের ভূমিকা পালন করা যায়, সে বিষয়েও দিকনির্দেশনা দেন।

আর্য্য কলোনি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে বিমল দাসের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করানো হয়।

নন্দনগরে অস্থায়ী বাজার উচ্ছেদ ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর, মেয়রের দ্বারস্থ বিজেপির উপজাতি সংগঠন

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: নন্দনগর ডন বসকো স্কুলের সামনে থেকে পুর নিগমের অস্থায়ী বাজার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বাজার উচ্ছেদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা রাজনৈতিক কৌশলে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের প্রচারের জবাব দিতে এবং প্রকৃত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার দাবিতে বিজেপির উপজাতি সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে মেয়রের কাছে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের আবেদন জানানো হয়।

প্রতিনিধিদের দাবি, নন্দনগর ডন বসকো স্কুলের সামনে থেকে অস্থায়ী বাজার উচ্ছেদের ঘটনাকে ঘিরে বিরোধীরা রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মেয়রের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

বিজেপির উপজাতি সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাধারণ মানুষের স্বার্থ এবং স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিষয়টির দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। এ বিষয়ে মেয়রের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল যাতে সুবিধাভোগীরা সঠিক সময়ে পান তা সুনিশ্চিত করতে হবে: মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: আজ ধলাই জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্য ও তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, সহকারী সভাধিপতি অনাদি সরকার, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন প্রতিমা মালাকার, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা, পঞ্চায়েত সমিতি ও বিএসির চেয়ারম্যানগণ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব এস. প্রভু, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. নীরজ কুমার চঞ্চল, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ভাস্বর ভট্টাচার্য্য, ধলাই জেলার জেলাশাসক বিবেক এইচ. বি., অতিরিক্ত জেলাশাসক ভানলালদিকা ডার্লং, বিভিন্ন মহকুমার মহকুমা শাসক ও বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ, জেলা ও মহকুমা স্তরের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ।

সভায় চলতি অর্থবছর ও গত অর্থবছরে প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্য ও তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের কাজের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা ও পরিষেবা যাতে প্রকৃত সুবিধাভোগী এবং কৃষকরা পান তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এ কাজে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধি মিলে একযোগে কাজ করতে হবে। পর্যালোচনা সভায় মন্ত্রী শ্রীদাস সঠিক সময়ে সুবিধাভোগীরা যাতে প্রকল্পের সুবিধা পায় তা সুনিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে সমস্যা হচ্ছে তা দ্রুত সমাধানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতেও দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্য ও তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের চলতি অর্থবছরের কাজের অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিগণ তথ্যচিত্রের মাধ্যমে সভায় তুলে ধরেন। সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর ও তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তাগণ, প্রাণীসম্পদ দপ্তরের সচিব, জেলাশাসক ও এলাকার জনপ্রতিনিধিগণ।

১২ দফা দাবি আদায়ে দেশজুড়ে কর্মসূচি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে সোমবার দেশব্যাপী ১২ দফা দাবি আদায়ের কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে ত্রিপুরাতেও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। ভারতীয় মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেশের প্রতিটি জেলার সদর দপ্তরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই দাবিগুলি তুলে ধরা হয়েছে। সংগঠনের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছেনূনতম মাসিক বেতন ৩০ হাজার টাকা করা, এসআইসি-এর আওতাভুক্ত বেতনের উর্ধসীমা ২১ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪২ হাজার টাকা করা এবং নূনতম ইপিএস পেনশন মাসিক ২৭ হাজার ৫০০ টাকা করার পাশাপাশি মহার্ঘ ভাতা ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।এছাড়াও ইপিএফ-এর আওতাভুক্ত বেতনের উর্ধসীমা ১৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ হাজার টাকা করা, বোনাস গণনার উর্ধসীমা ৭ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৮ হাজার টাকা করা এবং বোনাস পাওয়ার যোগ্যতার বেতনের উর্ধসীমা ২১ হাজার টাকা থেকে ৪২ হাজার টাকা করার দাবি জানানো হয়েছে। স্কিম কর্মীদের সম্মানিক ভাতা বৃদ্ধি, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ক্ষেত্রে 'সমান কাজের জন্য সমান বেতন' নিশ্চিত করা এবং গ্র্যাচুইটির উর্ধসীমা ৪০ লক্ষ টাকা করার দাবিও রয়েছে।

শ্রমিক সংগঠনটির আরও দাবি, শ্রম আইন বা 'লেবার কোড'-এ থাকা শ্রমিক-বিরোধী বিধানগুলি বাতিল করে অবিলম্বে শ্রম কোড কার্যকর করতে হবে। এই ১২ দফা দাবির সমর্থনে দেশব্যাপী কর্মসূচি পালন করা হয়েছে বলে ভারতীয় মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

ধর্মনগরে বিশাল তিরঙ্গা যাত্রা, 'প্রতি ঘরে তিরঙ্গা' কর্মসূচির সমাপ্তি

ধর্মনগর , ১৭ আগস্ট: দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে ধর্মনগরে আয়োজিত নয় দিনব্যাপী 'প্রতি ঘরে তিরঙ্গা' কর্মসূচির সমাপ্তি হলো এক বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রার মধ্য দিয়ে। সোমবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং ধর্মনগর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে এই বিশাল তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়।

ধর্মনগর টাউন হলের সামনে থেকে শুরু হয় তিরঙ্গা যাত্রা। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ এতে অংশ নেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি ধর্মনগরের বিভিন্ন নৃত্য, সংগীত ও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সদস্যরাও দলবদ্ধভাবে যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তিরঙ্গা যাত্রা বিশাল আকার ধারণ করে।জাতীয় পতাকা হাতে অংশগ্রহণকারীদের পাশাপাশি দেশাত্মবোধক গান, স্লোগান ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনে মুখর হয়ে ওঠে ধর্মনগরের রাজপথ। শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে এই যাত্রা। ছোট শিশু থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়া, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং সাধারণ মানুষসমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গোটা কর্মসূচিতে তৈরি হয় উৎসবের আবহ।নয় দিন ধরে চলা 'প্রতি ঘরে তিরঙ্গা' কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান, দেশপ্রেম এবং জাতীয় ঐক্যের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কর্মসূচির শেষ দিনে বিশাল তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজনের ফলে ধর্মনগর শহর কার্যত তেরঙ্গার রঙে রঙিন হয়ে ওঠে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2026-27 Dated- 13-07-2026.
The Executive Engineer, Sabroom Division, PWD(R&B), South Tripura District Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIET No: 51/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75632_1	Rs. 68,89,226.07	Rs. 1,37,785.00	120 Days	Upto 12:00 AM on 18/08/2026	At 12.30 PM on 18/08/2026	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	DNIET No: 52/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75633_1	Rs. 50,86,662.50	Rs. 1,01,733.00	120 Days				
3	DNIET No: 53/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75634_1	Rs. 83,30,342.73	Rs. 1,66,607.00	120 Days				
4	DNIET No: 54/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75635_1	Rs. 46,64,171.94	Rs. 93,283.00	120 Days				
5	DNIET No: 55/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75636_1	Rs. 1,39,76,241.80	Rs. 2,79,525.00	180 Days				
6	DNIET No: 56/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75637_1	Rs. 1,44,69,904.95	Rs. 2,89,398.00	180 Days				
7	DNIET No: 57/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75638_1	Rs. 1,25,26,916.54	Rs. 2,50,538.00	180 Days				
8	DNIET No: 60/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75639_1	Rs. 1,18,90,436.21	Rs. 2,37,809.00	180 Days				
9	DNIET No: 61/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75640_1	Rs. 1,18,91,637.19	Rs. 2,37,833.00	180 Days				
10	DNIET No: 63/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75641_1	Rs. 75,00,312.44	Rs. 1,50,006.00	120 Days				
11	DNIET No: 64/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/2026-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75642_1	Rs. 91,99,029.93	Rs. 1,83,981.00	120 Days				
12	DNIeT No: 11/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/26-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75643_1	Rs. 23,24,129.84	Rs. 46,483.00	90 Days				
13	DNIeT No: 12/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/26-27. Tender ID: 2026_CEPWD_75705_1	Rs. 24,20,304.08	Rs. 48,406.00	90 Days				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.
Bid(s) shall be opened through online in e-procurement portal by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura,and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdrnb.sbmdivn@tripura.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-1632/26

Executive Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B)
Sabroom, South Tripura.

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER NO. - 54/NP/EO/KMP/2026-27.
The Executive Officer, Nagar Panchayat, Kamalpur, Dhalai, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State Public sector undertaking/enterpriseand eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWS/Railway/Other state PWD up to 3.00 P.M on 21/08/2026 the following work.

Sl. No.	Name of Work.	Estimated Cost	Earnest Money.	Time for completion	Last date and time for document Downloading and Bidding	Time & Date of Opening of Bid	Document Downloading and Bidding at Application	Class of Bidder.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Construction of RCC Road with side wall in/c cover drain from by-pass road to Patit Ghosh Ward no 07, of Kamalpur Nagar Panchayat, Dhalai Tripura, during the year 2025-26.DNIT No. 406/NP/EO/KMP/MMNUP/2025-26.	Rs. 16,55,440/-	Rs. 33,108/-	90 (Ninety) Days	Up to 15.00 Hrs. on 21-08-2026	At 16.00 Hrs. on 21-08-2026	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in
Bidders are allowed to bid 24X7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-procurement website will not allow any Bidder to attempt, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.
Bid fee and earnest money deposit are paid electronically through online payment system facility provided in the portal up to last date and time for bidding as scheduled. The bid fee (Rs 1,000.00 for estimated cost of works up to Rs. 50.00 lakh; Rs. 4,000.00 for estimated cost of works above Rs. 50.00 lakh to 150.00 lakh; Rs. 8,000.00 for estimated cost of works above Rs. 150.00 lakh to 600.00 lakh; Rs.10,000.00 for estimated cost of works more than 600:00 lakh) is non-refundable. The bidder's EMD amount shall be refunded to the bidder after Award of Contract (AoC) event is completed in the Tripura e-procurement portal and only on receipt of "Deposit-at-call' from the L-1 bidder in physical form.
Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Executive Officer Kamalpur Nagar Panchayat, Kamalpur Dhalai, Tripura and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other Bidders may like to be present at the bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to kamalpur.np@gmail.com.
The L1 bidder should produce the original documents related with the tender/bid to the O/O the Executive Officer, Kamalpur Nagar Panchayat, Kamalpur, Dhalai, Tripura for verification in physical form as per issue of notice. Details of the tender/bid can be seen in the DNIeT of the work.
If the last date of opening of e-Tender/Bid remain closed/paralyzed due to unavoidable circumstances, the opening date of tender/Bid will automatically be extended up to the same time and venue of next working day.
Note:-
No NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

ICA/C/1636/26

Sd/- Illegible
Executive Officer
Nagar Panchayat
Kamalpur Dhalai Tripura

স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন ৪৩ জন

শান্তিরবাজার, ১৭ আগস্ট: মানবিকতার বার্তা নিয়ে বাইখোড়ায় অনুষ্ঠিত হলো মেগা স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। বাইখোড়া কালিমাতা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে সোমবার জগন্নাথ জিউ মন্দিরের নবনির্মিত নাটমন্দিরে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

সোমবার সকাল ১১টায় আয়োজিত শিবিরের উদ্বোধন করেন জোলাইবাড়ি আর.ডি. ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস দত্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাইখোড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অরুণোদয় দাস, পূর্ব চরকবাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিশ্বজিৎ শীল, সংস্থার সভাপতি নকুল দেবনাথ, অভিভাবক তপন মহাজন, বাইখোড়া বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক গৌরাঙ্গ দেবনাথ এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রনজিৎ মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা হাসপাতালের কর্মী, কলসীমুক্লাস্টারের কর্মী এবং টিআরএলএমের স্বাস্থ্য সখীরা। শিবিরে মোট ৪৩ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। তাঁদের মধ্যে ৬ জন ছিলেন মহিলা রক্তদাতা। স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগকে উপস্থিত সকলে সাধুবাদ জানান।

সংস্থার সভাপতি নকুল দেবনাথ সকল রক্তদাতাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি আগামী দিনেও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রেখে মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

নারকেল দিয়ে চালকুমড়ো ঘণ্ট

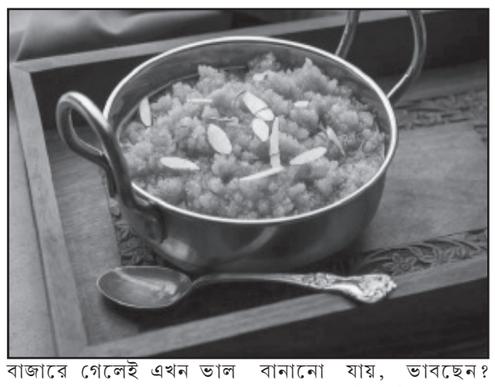

বাজারে গেলেই এখন ভাল চালকুমড়োর দেখা মেলে। থলিভর্তি করে চালকুমড়ো নিয়ে আনলেও আবার ঝক্কি পোহাতে হয়। সাধারণ তরকারি বানালে কেউই খুব বেশি খেতে চায় না এই সব্জি। নারকেল দিয়ে চালকুমড়ো ঘণ্ট ছাড়া আর কী বানানো যায়, ভাবছেন? চালকুমড়ো দিয়ে কিন্তু নোনতা থেকে মিষ্টি, নানা ধরনের রেসিপি বানানো যায়।

রইল এমন ৩টি সুস্বাদু রেসিপি, চালকুমড়ো দিয়ে যা ঝটপট বানিয়ে ফেলতে পারেন।

চালকুমড়োর হালুয়া: একটা চালকুমড়ো ভাল করে গ্রেড করে নিন। এ বার চালকুমড়ো থেকে অতিরিক্ত জল চিপে বার করে নিন। কড়াইতে বেশি করে ঘি গরম করে এলাচ ফোড়ন দিন। চালকুমড়ো দিয়ে অল্প আঁচে নাড়াচাড়া করুন। এ বার দুধ দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। দুধ ঘন হয়ে এলে চিনি কিংবা মিল্কমেড দিন। হালুয়া থেকে ঘি ছাড়তে শুরু করলে উপর থেকে পিস্তা-বাদাম কুচি আর এলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

চালকুমড়োর স্যুপ: চালকুমড়ো ঘষে নিন। এ বার কড়াইতে সামান্য মাখন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, আদা কুচি ভেজে নিন। স্বাদমতো নুন ও গোলমরিচ দিন। এ বার গ্রেট করা চাল কুমড়ো, সব রকম সব্জি, আর চিকেন স্টক দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঠান্ডা করে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। আবার একটু গরম করে পরিবেশন করুন চালকুমড়োর স্যুপ।

পোরিয়াল: নারকেল দিয়ে চালকুমড়ো তো প্রায়ই খান, তবে ভিন্নস্বাদের একটি রেসিপি বানিয়ে দেখতে পারেন। ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন চালকুমড়ো। এ বার কড়াইতে তেল গরম করে সর্ষে, কারিপাতা, বিউলির ডাল ফোড়ন দিয়ে। এ বার চালকুমড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। পরিমাণ মতো নুন, হলুদ দিয়ে ভাজাভাজা করে নিন। এ বার শুকনো তাওয়ায় ভেজে রাখা বেসন ছড়িয়ে দিন সব্জির উপর। মিনিট পাঁচেক ঢাকা দিয়ে রান্না করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে পোরিয়াল।

সন্তানকে প্রথম বার নিজে হাতে স্নান করাবেন, কী কী মাথায় রাখবেন?

হাসপাতাল থেকে ফেরার পর সদ্যোজাত সন্তানকে প্রথম বার ধরতে গেলেই কেমন যেন বুক কেঁপে ওঠে। ছোট্ট, তোয়ালের মধ্যে দলা পাকানো শরীরটা কী করলে আরাম পাবে, সেই চিন্তা ঘুরতে থাকে মাথায়। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর প্রথম দু'-এক দিন স্নান না করালেও চলে। তবে গরমকাল এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখারও প্রয়োজন রয়েছে।

তাই স্নান করানো জরুরি বলে মনে করেন অনেকেই। তবে স্নান করানোর সময়ে অযথা ঝক্কি এড়াতে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতেই হবে।

স্নানের আগে কোন কোন বিষয় মাথায় রাখতে হবে?

১) গামলায় খুব বেশি জল নেওয়া যাবে না। যাতে আধশোয়া অবস্থায় থাকলে যেন শিশুর কাঁধ পর্যন্ত জল না পৌঁছয়।

২) শিশুর গায়ে জল দেওয়ার আগে নিজের কনুই ডুবিয়ে দেখে নিতে হবে, জলের তাপমাত্রা কেমন। ৩) শিশুর গা থেকে পোশাক খোলানোর আগে চেষ্টা করতে হবে ঘরের সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ রাখার। যেন বাইরের হাওয়া সরাসরি শিশুর গায়ে না লাগে, সে দিকে নজর রাখতে হবে। ৪) এ বার পায়ের পাতা ধীরে ধীরে জলের মধ্যে রাখতে হবে। জলের তাপমাত্রার সঙ্গে শিশুর শরীর খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করলে পুরো শরীরে জল দেওয়া যেতে পারে। ৫) জল দেওয়ার পর গায়ে শিশুদের জন্য তৈরি মাইল্ড তরল সাবান ব্যবহার করা যেতে পারে। মুখে আলাদা করে সাবান দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ৬) স্নান হয়ে গেলে গামলার জল ফেলে দিতে হবে। এ বার মাথায় শ্যাম্পু করানোর জন্য স্নানের জলের তুলনায় ঠান্ডা জল নিতে হবে। ৭) এ বার কোলের মধ্যে রেখে শুধু মাথাটুকু ভিজতে পারে এমন ভাবে জল দিয়ে ধুইয়ে দিতে হবে। এ বার নরম, সুতির কাপড় ভিজিয়ে তার মধ্যে শ্যাম্পু দিতে হবে। ওই কাপড়ের সাহায্যে মাথার সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত হালকা হাতে ঘষে ঘষে মাথা পরিষ্কার করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, চোখে যেন জল না আসে। শ্যাম্পুর ফেনা চোখে লাগলেও শিশুরা অস্বস্তিতে পড়তে পারে। সে দিকেও খেয়াল রাখা জরুরি। ৮) এ বার শুকনো তোয়ালে দিয়ে ভাল করে গা মুছিয়ে নিতে হবে। মাথার জন্য আলাদা তোয়ালে ব্যবহার করাই শ্রেয়। ৯) স্নান শুরুর আগে হাতের কাছে আলাদা তোয়ালে, পোশাক, পাউডার রাখতে হবে।

গ্যাস-অম্বলের সমস্যা বাঙালির লেগেই রয়েছে

গ্যাস-অম্বলের সমস্যা বাঙালির লেগেই রয়েছে। দৈনন্দিন যাপনের সঙ্গেই যেন মিশে আছে এই ধরনের সমস্যা। হজমের গোলমালে ওজন বেড়ে যেতে পারে। তাই ছিপছিপে থাকতে হজমজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। তবে হজমের গোলমাল ঠেকাতে অনেকে বিভিন্ন ওষুধ খান। এই ধরনের ওষুধ বেশি না খাওয়াই ভাল। শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়।

হিতে বিপরীত হয় অনেক সময়ে। বরং হজমের গোলমাল ঠেকাতে সকালের কিছু অভ্যাস করা জরুরি।

ভেজানো কাঠবাদাম খান

কাঠবাদাম শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই বাদামে রয়েছে ভিটামিন ই, ম্যাগমেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, প্রোটিন, মিনারেলসের মতো উপাদান। প্রতিটি উপাদান শরীর ভিতর থেকে সুস্থ রাখে, হজমের গোলমাল কমায়। ড্রাই ফ্রুটস খান অনেকেই। তবে কাঠবাদাম সে ভাবে খেলে হবে না। হজমের সমস্যা ঠেকাতে কাঠবাদাম খেতে হবে ভিজিয়ে।

ঈষদুষ্ণ লেবুজল

ওজন ঝরাতে খালিপেটে লেবুজল খান অনেকেই। তবে এই পানীয় শুধু ওজন ঝরাতে উপকারী নয়। হজমের সমস্যা থেকে দূরে রাখতেও এর ভূমিকা অনেক। লেবুতে থাকা অ্যাসিড পেটে গ্যাস জমতে দেয় না। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায় লেবুজল। তাই নিয়ম করে খালিপেটে যদি খেতে পারেন এই পানীয়, তা হলে উপকার পাবেন।

শরীরচর্চা

সুস্থ থাকতে শরীরচর্চার কোনও বিকল্প নেই। নিয়ম করে এই অভ্যাস করলে অনেক রোগবালাই থেকে দূরে থাকা যায়। হজমের সমস্যাও কমে। তবে কী ধরনের শরীরচর্চা করলে তবেই এই উপকার পাওয়া যায়, তা জেনে নেওয়া জরুরি। স্ট্রেচিং করতে পারেন কিংবা যোগাসন। তবে জিম করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

উল্টো দিকে হাঁটা শরীরের জন্য ভাল

জিমে গিয়ে যন্ত্রপাতির সাহায্যে শরীরচর্চা বা যোগাসন, কোনওটাই পছন্দ নয়। শরীরের অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে, ফিটনেস বজায় রাখতে আদি এবং অকৃত্রিম ব্যায়াম হাঁটার উপরেই ভরসা করেন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল থেকে ওবেসিটি সমস্ত কিছুর দাওয়াই হাঁটা। কিন্তু বেশ কিছু দিন হাঁটাহাটি করার পরেও আশানুরূপ ফল মেলে না অনেকের। অনেকেরই ধারণা নেই, কী ভাবে হাঁটলে এবং কতটা হাঁটলে তার প্রভাব শরীরে গিয়ে পড়তে পারে। ফিটনেস প্রশিক্ষকেরা প্রায়শই বলে থাকেন, কতটা হাঁটছেন, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল কী ভাবে হাঁটছেন। সাধারণত হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে চলাই দস্তুর। কিন্তু শুনতে অস্বাভাবিক লাগলেও শরীরের সার্বিক উন্নতির জন্য পিছনে হাঁটার অভ্যাস করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিছনে হাঁটা অভ্যাস করলে কী কী উপকার হতে পারে

১) ক্যালোরি ঝরে

প্রশিক্ষকেরা বলছেন, সামনে হাঁটার অভ্যাস যে পরিমাণ ক্যালোরি পোড়ায়, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ ক্যালোরি বার্ন করা সম্ভব উল্টো দিকে হেঁটে।

২) মন ভাল রাখে

মাইলের পর মাইল হেঁটে যাওয়ার মধ্যে একঘেয়েমি আসা স্বাভাবিক। শরীরের সঙ্গে মনের গভীর যোগ রয়েছে। শরীরচর্চার সঙ্গে মন যদি ভাল না থাকে, সে ক্ষেত্রে ওজনে প্রভাব পড়বে না। উল্টো দিকে, হাঁটলে সেই একঘেয়েমি কাটতে পারে। ৩) পায়ের পেশি মজবুত করে

পায়ের পেশি মজবুত করতে ব্যায়াম যত না কাজ করে, তার চেয়ে দ্রুত কাজ করে উল্টো দিকে হাঁটা। শুধু পায়ের নয়, দেহের নিম্নাংশের সব পেশির নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে।

৪) দেহেরভারসাম্য

উল্টো দিকে হাঁটলে দেহের ভারসাম্য বজায় থাকে। অনেকেই ব্যালান্সের অভাবে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যান। তাঁরা এই ভাবে হাঁটা অভ্যাস করলে উপকার পেতে পারেন। ৫) বিপাকহার উন্নত করে ওজন ঝরানো থেকে সার্বিক ভাবে শরীরের উন্নতি সাধনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল বিপাকহার। বিপাকহার উন্নত করতে অনেকেই নানা রকম পানীয় খেয়ে থাকেন। তবে প্রশিক্ষকেরা বলছেন, পানীয়ের সঙ্গে উল্টো দিকে হাঁটা যোগ করলে তা আরও জোরদার ভাবে বিপাকহারকে প্রভাবিত করবে।

কোলেস্টেরলের চোখরাঙানি বেড়েছে

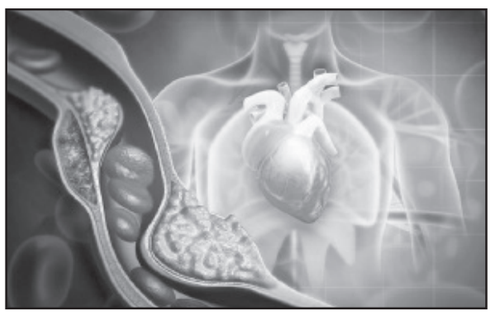

অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া এবং শরীরচর্চার অভাবের জেরে বেশির ভাগ ঘরেই এখন হার্টের রোগী আছেন। উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে '২খারাপ" কোলেস্টেরল এ সব যেন মানুষের নিত্যসঙ্গী। এক বার ওষুধ খাওয়া শুরু করলে আর রেহাই নেই। তাই প্রথম থেকেই ওষুধনির্ভর জীবন বেছে না নিয়ে, ডায়েটে কিছু পরিবর্তন এনে, পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই কোলেস্টেরলকে জব্দ করুন।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোজের ডায়েট থেকে অতিরিক্ত চর্বি, কার্বোহাইড্রেট, চিনি বাদ দিতে হবে। প্রতি দিন রান্নায় বেশি তেল ব্যবহার করা যাবে না। আর এমন খাবারই খান, যাতে ওজন না বাড়ে। ওজন যথাযথ থাকলে কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বেশি করে শাকসব্জি ডায়েটে রাখলে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। উদ্ভিজ খাবারে দ্রবণীয় ফাইবার বেশি মাত্রায় থাকে। দ্রবণীয় ফাইবার কোলেস্টেরল ও লাইপোপ্রোটিনের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ওটমিল, আপেল, মটরশুটির মতো খাবার দ্রবণীয় ফাইবারের একটি ভাল উত। তা শরীরকে কোলেস্টেরল শোষণ করতে বাধা দেয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ গ্রাম ফাইবার ডায়েটে রাখলে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব, কার্ডিয়োভাসকুলার রোগের আশঙ্কা দূর করা যায়। ওটমিল ছাড়াও বার্লির আটা, তিলের বীজ, সূর্যমুখী বীজ, কুমড়ার বীজ, চিয়া বীজ, রসুন, পেঁয়াজ, সয়াবিন, টফু এবং সয়া দুধে ভাল মাত্রায় দ্রবণীয় ফাইবার থাকে।

কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোজের ডায়েট থেকে অতিরিক্ত চর্বি, কার্বোহাইড্রেট, চিনি বাদ দিতে হবে। ছবি:শাটারস্টক।

পুষ্টিবিদদের মতে, ঈষদুষ্ণ জলে সব রকম বীজ ভিজিয়ে সকালে খাওয়ার অভ্যাস করলে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। সঙ্গে ডাবের জল খেতে পারেন। ডাবের জল শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ময়দার বদলে জলখাবারে বার্লির রুটি খাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে বাটিভর্তি স্যালাড খাওয়া অভ্যাস করুন।

ভাজাভুজি মানেই অস্বাস্থ্যকর নয়

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাইরের খাবার কম খান অনেকেই। তবে বাঙালি ভোজনরসিক। স্বাস্থ্যসচেতন বাঙালির হেঁশেলেও বৃষ্টি- বাদলার সন্ধ্যায় মাঝেমাঝে পকোড়া, ফিশফ্রাইয়ের মতো মুখরোচক খাবার তৈরি হয়। এই ধরনের খাবার সাধারণত ডোবা তেলে ভাজা হয়। শরীরের খেয়াল রাখতে ডোবা তেলে ভেজা খাবার খান না অনেকেই।

তবে তেলে ভাজা মানেই যে তা অস্বাস্থ্যকর, তা কিন্তু নয়। ডোবা তেলে ভাজা খাবার খেয়েও কিন্তু সুস্থ থাকা যায়। সে ক্ষেত্রে ভাজার সময় কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

১) ছোট এবং বড় গ্যাস ওভেনে দুই ধরনের বার্নার থাকে। ডিপ ফ্রাই করার ক্ষেত্রে সব সময় ছোট বার্নার ব্যবহার করা জরুরি। আঁচ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। খাবার খুব কড়া হয়ে যায় না। বড় বার্নারে কিছু রান্না করলে আঁচ সহজে কমানো যায় না। তাতে খাবার বেশি ভাজা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

২) ভিজে কড়াইয়ে তেল ঢালবেন না। যে কোনও রান্নার প্রথম শর্ত এটাই। কড়াই ভাল করে গরম না হলে তেল না দেওয়াই ভাল। এতে রান্নার স্বাদ ভাল হয় না। সেই সঙ্গে খাবার তেল শোষণ করে বেশি। আগুনের তাপে কড়াই তেতে উঠলে তবেই তেল ঢালুন।

৩) ভাজাভুজির ক্ষেত্রে আঁচ একটা বড় বিষয়। কখনও বেশি আঁচে কিছু ভাজবেন না। তাতে খাবারের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। বেশি মুচমুচেও হয়ে যায়।

৪) অনেক সময় তেলের পরিমাণ বেশি হলেও খাবার কড়াইয়ে আটকে যায়। তেমন কিছু হবে কি না, তা আগে এক বার যাচাই করে নেওয়া জরুরি। তেল দেওয়ার আগে এক বার কোনও খাবারের টুকরো কড়াইয়ে ফেলে দেখুন, আটকাচ্ছে কি না। যদি খাবার কড়াইয়ে লেগে যায়, তা হলে কড়াই আরও এক বার মেজে নিতে পারেন।

ছুটির দিনে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো

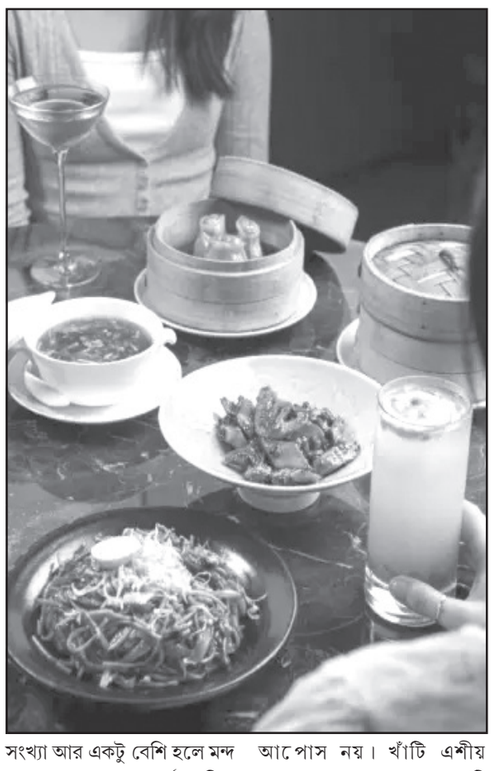

ছুটির দিনে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে কমবেশি সকলেই ভালবাসেন। কেউ ময়দানে হাতে হাত রেখে ঘুরতে ভালবাসেন কেউ আবার নিরিবিলিতে সময় কাটাতে পছন্দ করেন। কারও কাছে আবার খাওয়াদাওয়াটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রিয় জনের সঙ্গে সুন্দর মুহূর্ত কাটানোর জন্য ভাল রেস্তরাঁর খোঁজ করছেন? গন্তব্য হতে পারে "ইওচা"।

এশীয় খাবার পছন্দ হলে কোয়েস্ট মলের এই রেস্তরাঁটি কিন্তু প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানোর পছন্দের ঠিকানা হতেই পারে।

রেস্তরাঁয় ঢুকলেই নজর কাড়বে আশপাশের পরিবেশ। কাচঘেরা দেওয়ালের ওপারে শহর কলকাতার ব্যস্ততার ছবি আর এ পারে শুধুই যেন তুমি আর আমি। সম্প্রতি "ইওচা" নিয়ে এসেছে তাদের সপ্তাহান্তের বিশেষ "ব্রাঞ্চ মেনু"। মোমোপ্রেমী হলে এই মেনু কিন্তু আপনার মনে ধরবে। স্টার্টার, মেন কোর্স, ডেসার্ট, মকটেল দিয়ে সাজানো মেনুতে থাকছে রকমারি খাবারের বাহার। বিশেষ "ব্রাঞ্চ মেনু"তে আপনি বেছে নিতে পারেন নিজের পছন্দের খাবার। হট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেন স্যুপ উইথ ট্রামপেট মাশরুম কিংবা ভেজ সুইট কর্ন স্যুপ বেছে নিতে পারেন পছন্দ অনুযায়ী। মেনুতে থাকছে মোমোর নানা পদ, তবে পর্ক অ্যান্ড প্রন সুই মাইটা চেখে দেখতে ভুলবেন না। ভিন্ন স্বাদের ডাম্পলিং খাওয়ার ইচ্ছে হলে সিটাকে মাশরুম ডাম্পলিংও আপনার খেতে ভাল লাগবে। মেনকোর্সেও থাকবে ফ্রায়েড রাইস, নুডল, চিকেনের নানা পদ। এই মেনুতে যে পদটার কথা না বললেই নয়, তা হল চকোলেট হেজলনাট মুজ। মিষ্টিপ্রেমী হলে রাস্পবেরি ডিলাইটও আপনার মন কাড়বে। খাবারের সঙ্গেই অর্ডার করে ফেলতেই পারেন পছন্দসই ককটেল।

সপ্তাহান্তে বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে ডেট হোক কিংবা পরিবারের সঙ্গে হইহল্লোড় "ইওচা"কে রাখতেই পারেন পছন্দের তালিকায়। সপ্তাহান্তে বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে ডেট হোক কিংবা পরিবারের সঙ্গে হইহল্লোড় "ইওচা"কে রাখতেই পারেন পছন্দের তালিকায়। এই "ব্রাঞ্চ মেনু"র জন্য জনপ্রতি খরচ পড়বে ১৯৫০ টাকা। দাম অনুযায়ী খাবারের পদগুলির সংখ্যা আর একটু বেশি হলে মন্দ হত না। মেন কোর্সে আমিষ কিংবা নিরামিষ, দু'ক্ষেত্রেই আরও কিছু বিকল্প পদ থাকলে গ্রাহকরা আরও বেশি উপভোগ করতে পারতেন এই মেনু। তবে রান্নার স্বাদ নিয়ে কোনও রকম আপোস নয়। খাঁটি এশীয় খাবারের স্বাদ পাবেন সব ক'টি পদেই। এখানকার সুই মাই ও ডাম্পলিং সত্যিই অনবদ্য। শনি ও রবিবার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এই ব্রাঞ্চ মেনু উপভোগ করতে পারবেন গ্রাহকরা।

সম্পাদকের দায়িত্বে বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিপ্লব কুমার দেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এবার জাতীয় স্তরে দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমে তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে বলে মনে করছে দলের নেতৃত্ব। নতুন দায়িত্বের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের আশা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নতুন দায়িত্ব পালন করে তিনি দেশজুড়ে বিজেপির সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন।

এদিকে, বিজেপির সদ্য নিযুক্ত সকল জাতীয় পদাধিকারীকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকনির্দেশনা এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের নেতৃত্বে অভিজ্ঞ ও উদ্যমী এই দলীয় নেতৃত্ব কর্মীদের আরও শক্তিশালী করবে, সংগঠনকে মজবুত করবে এবং 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে কাজকে আরও ত্বরান্বিত করবে।এদিকে, বিপ্লব কুমার দেবের নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে আগরতলায় শুভেচ্ছা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। আজ সন্ধ্যায় বিজেপির কার্যকর্তারা বিপ্লব দেবের আগরতলাস্থিত বাসভবনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বিজেপির ১৩ জন জাতীয় সহ-সভাপতির তালিকায় রয়েছেন ওড়িশার বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা, অন্ধ্রপ্রদেশের ডি পুরন্দেশ্বরী, উত্তরপ্রদেশের রেখা বর্মা, গুজরাটের বর্ষাবেন নরেন্দ্রভাই দোশি, মহারাষ্ট্রের ভারতী প্রবীণ পাওয়ার, পাঞ্জাবের মনপ্রীত সিং বাদল, মধ্যপ্রদেশের লাল সিং আর্য, কর্ণাটকের এম. নাগরাজা, উত্তরপ্রদেশের অধ্যাপক তারিক মনসুর এবং পশ্চিমবঙ্গের মধুচন্দ্র কার।

জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) পদে বি.এল. সন্তোষকে বহাল রাখা হয়েছে। জাতীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) হিসেবে শিবপ্রকাশ ও সৌদান সিং দায়িত্ব পেয়েছেন। দলের কোষাধ্যক্ষ পদে ফেরানো হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে। নতুন জাতীয় সাধারণ সম্পাদকদের তালিকায় রয়েছেন মহারাষ্ট্রের বিনোদ তাওড়ে, দিল্লির সুনীল বনসল, রাজস্থানের সতীশ পুনিয়া, মধ্যপ্রদেশের গজেন্দ্র প্যাটেল, উত্তরপ্রদেশের হরিশ দ্বিবেদী এবং হরিয়ানার সঞ্জয় ভাটিয়া।

এছাড়া ১৬ জন নেতাকে জাতীয় সম্পাদক করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মধ্যপ্রদেশের কবিতা পাটিদার, কেরলের কে. সুরেন্দ্রন, উত্তরপ্রদেশের ভোলা সিং, ঝাড়খণ্ডের প্রদীপ বর্মা, গুজরাটের জগদীশ ঈশ্বরভাই প্যাটেল, দিল্লির সন্দীপ পাঠক, নাগাল্যান্ডের ফ্যাংনন কোন্যাক, উত্তরপ্রদেশের সঙ্গীতা যাদব, কেরলের অনিল অ্যান্টনি, তামিলনাড়ুর ড. এম. ভেঙ্কটেশন, পশ্চিমবঙ্গের মনোজ টিগ্গা, বিহারের সিদ্ধার্থ শম্ভু, দিল্লির ড. স্বদেশ সিং, অসমের মৃগাঙ্কা দেও বর্মন, গুজরাটের রোহন গুপ্ত এবং দিল্লির জয় প্রকাশ।ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নবনিযুক্ত জাতীয় পদাধিকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে দলের জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন সোমবার বলেন, নতুন টিমের হাত ধরে 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। একই সঙ্গে দেশের নির্মাণে দলের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাতীয় সভাপতি হিসেবে নীতিন নবীন দায়িত্ব নেওয়ার প্রায় সাত মাস পর বিজেপিতে বড়সড় সাংগঠনিক রদবদল করা হয়েছে। দলের বর্তমান সভাপতির নেতৃত্বাধীন নতুন টিমে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে।সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ পোস্ট করে নীতিন নবীন লেখেন, বিজেপির জাতীয় টিমে সদ্য নিযুক্ত সমস্ত পদাধিকারীকে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

তিনি বলেন, অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এই নতুন টিম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকনির্দেশনায় সংগঠনকে আরও গতি দেবে।বিজেপি সভাপতি আরও বলেন, একজন নিবেদিতপ্রাণ 'কার্যকর্তা'র মানসিকতা নিয়ে দলের প্রত্যেক সদস্য সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'বিকশিত ভারত'-এর সংকল্প এবং দেশ গঠনের প্রতিশ্রুতি নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে বলে তিনি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন।আগামী দিনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিজেপি। সেই প্রেক্ষাপটে সংগঠনকে রাজ্যস্তরে আরও মজবুত করা এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি সম্প্রসারণ করাই এই রদবদলের অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

নীতিন নবীনের নেতৃত্বাধীন নতুন টিমের সামনে প্রথম বড় চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলির বিধানসভা নির্বাচন। এর মধ্যে আগামী বছরের গোড়ার দিকে হতে চলা উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।এর পাশাপাশি ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনও নতুন সাংগঠনিক টিমের জন্য বড় পরীক্ষা হতে চলেছে। ওই নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন সরকার চতুর্থবারের জন্য জনাদেশ চাইবে। ফলে আগামী কয়েক বছর দলের সংগঠন ও নির্বাচনী কৌশল পরিচালনায় নতুন টিমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।নতুন সাংগঠনিক কাঠামোয় বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়েছে। আইটি ও সোশ্যাল মিডিয়া বিভাগের দায়িত্বে অমিত মালব্যের পরিবর্তে দীপক মহাশকে আনা হয়েছে। অন্যদিকে, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা (বিজেওয়াইএম)-এর নতুন সভাপতি করা হয়েছে হেমাং যোশীকে।

কেন্দ্রীয় রাজনীতিতেও স্মৃতি ইরানির প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। তাঁকে দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। একই সঙ্গে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকেও জাতীয় সাংগঠনিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে দলের সাফল্যের পর তাঁর এই অন্তর্ভুক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রক্রিয়া আজ থেকে

● প্রথম পাতার পর

সহ-আহ্বায়ককে নিয়ে তিন সদস্যের বুথ যাচাই কমিটি গঠন করা হবে। একইভাবে মণ্ডল স্তরে জেলা থেকে নিযুক্ত ইনচার্জ তিন সদস্যের একটি যাচাই দল গঠন করে মাঠপর্যায়ে বুথগুলির সাংগঠনিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন।

প্রদেশ বিজেপির নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ২৪ আগস্টের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত সাংগঠনিক স্তরে বুথ যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। দলীয় সূত্রের মতে, প্রতিটি বুথে সক্রিয় ও নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক দল নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। একইসঙ্গে আসন্ন গ্রাম পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের তৃণমূল স্তরের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও নির্বাচনীভাবে প্রস্তুত করতেও এই বুথ পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রদ্যোৎ

● প্রথম পাতার পর

এবং ত্রিপুরার জনজাতি জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত না হলে দলকে 'নিজের পথে' চলার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে।

আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের (টিটিএএডিসি) ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি ও টিএমপির মধ্যে যৌথভাবে নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণ নিয়ে দিল্লিতে বৈঠক হলেও সেখানে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। এর পরেই টিএমপির নেতা, বিধায়ক, টিটিএএডিসির সদস্য এবং শীর্ষ নেতৃত্বকে নিয়ে এই বর্ধিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রদ্যোত দেববর্মা স্পষ্ট করে বলেন, তাঁদের দলের কাছে মূল বিষয় কোনও পদ বা আর্থিক সুবিধা নয়, বরং ত্রিপাক্ষিক চুক্তির বাস্তবায়ন। তাঁর দাবি, চুক্তি স্বাক্ষরের আড়াই বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যদি চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক হয়, তাহলে তা দ্রুত কার্যকর করা উচিত। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের প্রতি তাঁর সম্মান রয়েছে বলেও জানান তিনি। চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে দলকে পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে সতর্ক করেন টিএমপি সুপ্রিমো। পাশাপাশি সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে টিএমপিকে দুর্বল করার চেষ্টা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, দলের কয়েকজন বিধায়ক ও এমডিসির সঙ্গে যোগাযোগ করে দল ছাড়ার জন্য প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছিল এবং কয়েকজন দলও ছেড়েছেন।

শুধু কয়েকজন নেতাকে বিভিন্ন পদে বসানো বা মন্ত্রিত্ব দেওয়ার মাধ্যমে জনজাতি জনগোষ্ঠীর সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন প্রদ্যোত। তাঁর বক্তব্য, কয়েকজন নেতাকে খুশি করা গেলেও প্রায় ১৪ লক্ষ জনজাতি মানুষের বৃহত্তর সমস্যার সমাধান হবে না।

সম্প্রতি টিএমপি নেতৃত্ব বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমন্বয়ক সম্বিত পাত্রের সঙ্গে বৈঠক করেন। ২০২৪ সালের মার্চে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন ত্রিপুরা সরকারের সহযোগী দল হিসেবে রয়েছে টিএমপি। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় টিএমপির দুই বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মা ও বৃশকেতু দেববর্মা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।টিটিএএডিসির অধীনে থাকা ৫৮৭টি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন চলতি বছরের শেষের দিকে হওয়ার কথা। এর আগে গত ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত টিটিএএডিসি নির্বাচনে ২৮টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে ২৪টিতে জয়লাভ করে টিএমপি। বিজেপি জয় পায় চারটি আসনে। ২০২১ সাল থেকে টিটিএএডিসির ক্ষমতায় রয়েছে টিএমপি।

রাহুল

● প্রথম পাতার পর

এনটিএ জানিয়েছে, সমাজবিদ্যার পুনঃপরীক্ষা হবে ১০ সেপ্টেম্বর এবং ইংরেজি ও কমার্সের পরীক্ষা হবে ৯ সেপ্টেম্বর। পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কোনও ফি নেওয়া হবে না এবং আসনসংখ্যাও কমানো হবে না। বাকি ৮৪টি বিষয়ের ফল নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী প্রকাশ করা হবে।

চলতি বছরের জুনে ৮৭টি বিষয়ে ইউজিসি-নেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে উত্তরপত্র প্রকাশে দেরি হওয়ায় এনটিএ-র বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হয়। রবিবার অস্থায়ী উত্তরপত্র প্রকাশের পর ইংরেজি, কমার্স ও সমাজবিদ্যার প্রশ্নপত্রে একাধিক ভুলের অভিযোগ সামনে আসে।

ইউজিসি-নেট-এর মাধ্যমে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের যোগ্যতা, পিএইচডি কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা এবং জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ-এর জন্য প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে নিট প্রশ্নফাঁসের ঘটনাতেও এনটিএ-কে ঘিরে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই সময় সংস্থার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও কাঠামোগত সংস্কারের অংশ হিসেবে ৪৭ জন এনটিএ আধিকারিকের চাকরি থেকে বরখাস্তের প্রক্রিয়া এবং ফৌজদারি মামলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। পাশাপাশি এনটিএ-র তৎকালীন মহাপরিচালক সুবোধ কুমার সিংকেও সরিয়ে দেওয়া হয়।

মন্ত্রী রতন

● প্রথম পাতার পর

হতে পারে। অন্যদিকে সৌরশক্তি একটি দীর্ঘমেয়াদি ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস। তাই দরিদ্র পরিবারের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে বাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এদিনের বৈঠকে মূলত সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের চিহ্নিতকরণ এবং তাঁদের বাড়িতে সোলার সিস্টেম স্থাপনের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হয়। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে দরিদ্র পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যয়ের বোঝা কমানোর পাশাপাশি রাজ্যে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহারও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ মাশুলের প্রতিবাদে বিক্ষোভও হয়েছে এবং বিদ্যুৎমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও উঠেছে। পরিস্থিতির মধ্যে বিদ্যুৎমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে ফেরার পর বিদ্যুৎ মাশুল সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে ফেরার পর কয়েকদিন কেটে গেলেও এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়নি।

মৃত ৮

● প্রথম পাতার পর

শিববাড়ি গ্রামের একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের পরিচয় রাজেন্দ্র নাথ, আশা নাথ, বুরান মোদক, ওউশনাথ মোদক এবং শিবরাজ মোদক হিসেবে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুই নাবালকের বয়স ৮ ও ১০ বছর।অন্য তিন মৃতের পরিচয় কমল রায়, অমিত পাল এবং সুবীর সাহা হিসেবে জানা গিয়েছে। তাঁরা উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার বাসিন্দা ছিলেন।প্রশাসন সূত্রে খবর, অগ্নিকাণ্ডের সময় হোটেল থেকে মোট ২৮ জনকে নিরাপদে বের করে আনা সম্ভব হয়। আরও সাতজন বর্তমানে রামপুরহাট সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।এদিকে, 'বিদেশিনী' হোটেলের মালিক কল্যাণ পালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। হোটেলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আদৌ কার্যকর ছিল কি না এবং অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মকানুন যথাযথভাবে মানা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হোটেলের পিছনের দিকে থাকা একটি বেরোনোর দরজা বন্ধ ছিল। ফলে আগুন লাগার পর হোটেলে থাকা মানুষজন সেখান দিয়ে বেরোতে পারেননি। অন্যদিকে, হোটেল মালিক কল্যাণ পালের দাবি, আতঙ্কের কারণে হোটেলে থাকা লোকজন পিছনের বেরোনোর পথটি খুঁজে পাননি। তাঁরা রিসেপশন এলাকার দিকে ছুটে আসেন এবং সেখানেই অনেকে আগুনের কবলে পড়েন। পুলিশ ইতিমধ্যেই এই অভিযোগ ও পাল্টা দাবির তদন্ত শুরু করেছে। হোটেলের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা, বেরোনোর পথ এবং আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

The sealed quotations are invited by the Director of Health Services, Govt. of Tripura, Agartala, from the resourceful experienced, reliable renowned valid license holder firm of Tripura for procurement of Misc. Articles for the Directorate of Health Services, Agartala.
The Quotation documents with terms and conditions also may be downloaded from health.tripura.govt.in

ICA/C-1626/26

Director of Health Services
Government of Tripura, Agartala

রবি আলোক নিবেদিত সঙ্গীতালেখ্য
"স্বদেশ ও পূজা" : সুরে-ছন্দে নন্দিত সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। সাংস্কৃতিক সংগঠন 'রবি আলোক'-এর উদ্যোগে স্থানীয় দক্ষিণী গৃহের রবীন্দ্র পরিষদে আয়োজিত হলো এক মনোজ্ঞ রবীন্দ্র সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানে সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষিকা শুক্লা ভট্টাচার্য্য এবং রবি আলোকের কর্ণধার সীমা সাহার মা রীণা সাহাকে বিশেষ সম্মান জানানোর পাশাপাশি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে পরিবেশিত হয় 'সফল করো হে প্রভু' গানটি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের সভাপতি সেবক ভট্টাচার্য।'স্বদেশ ও পূজা' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী সৃষ্টি 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। বিদ্যা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ছন্দনীড়, সৃজন, কেতকী, সুরারণ্য, বৈদিক এবং আয়োজক সংস্থা রবি আলোকের শিল্পীদের সমবেত ও একক পরিবেশনায় রবীন্দ্রনাথের গানগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রসেনজিৎ দেবনাথ, শুভ্রজীৎ নন্দী এবং ড: কিশোর ভট্টাচার্য্যের অনবদ্য যন্ত্রসংগীত এবং অপরাজিতা ব্যানার্জির প্রাঞ্জল সঞ্চালনায় পুরো অনুষ্ঠানটি এক অপূর্ব মাত্রা লাভ করে। সীমা সাহা (দাশ)-এর বলিষ্ঠ পরিচালনায় এবং সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে এই সুন্দর প্রচেষ্টা সর্বাংশে সফল ও নন্দিত হয়।

আহত বহু

● প্রথম পাতার পর

আচমকা একটি বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে যাওয়ার পর সেটিতে বিদ্যুৎ রয়েছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত পুণ্যার্থীরা পালানোর চেষ্টা করলে হুড়োহুড়ি শুরু হয় এবং অনেকে মাটিতে পড়ে যান। তাঁদের উপর দিয়ে ভিড় চলে যাওয়ায় একাধিক মানুষ গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দা এবং অন্যান্য পুণ্যার্থীরা দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আহতদের লখিসরাই সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত নিহতদের মধ্যে মনমালা দেবী (৪৪), রিঙ্কু দেবী (৫০), হেমলতা দেবী (৫৫) এবং ললিতা দেবীর পরিচয় পাওয়া গেছে। মনমালা দেবী লখিসরাইয়ের বারাহিয়ার ইন্দ টোলার বাসিন্দা এবং নিরঞ্জন কুমারের স্ত্রী। রিঙ্কু দেবী মুঙ্গেরের ফারদা, সাফিয়াসরাই এলাকার বাসিন্দা এবং নীরজ যাদবের স্ত্রী। হেমলতা দেবী লখিসরাইয়ের হলসি এলাকার কৈন্দি প্রতাপপুরের বাসিন্দা এবং সুরেন্দ্র যাদবের স্ত্রী। ললিতা দেবীও হলসির প্রতাপপুরের বাসিন্দা এবং গোরেলাল যাদবের স্ত্রী। বাকি তিন মৃতের পরিচয় এখনও প্রকাশ করা হয়নি।ঘটনাটি ঘটে শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার। এই উপলক্ষে অশোকধাম মন্দিরে জলাভিষেক ও পুজো দিতে ভোর থেকেই হাজার হাজার পুণ্যার্থী জড়ো হয়েছিলেন। অশোকধাম মন্দির শ্রী ইন্দ্রদামনেশ্বর মহাদেব মন্দির নামেও পরিচিত। মন্দিরের বিশাল শিবলিঙ্গের জন্য এটি বিহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান। বিশেষ করে শ্রাবণ মাসের সোমবারগুলিতে এখানে বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগম হয়।জেলা শাসক শৈলেন্দ্র কুমারের বক্তব্য অনুযায়ী, সকাল সাড়ে ৬টা থেকে পৌনে ৭টার মধ্যে দুটি ট্রেন এসে পৌঁছনোর পর পুণ্যার্থীর সংখ্যা আচমকা বেড়ে যায়। প্রবল ভিড়ের চাপে মন্দিরের বাইরে ব্যারিকেড ভেঙে পড়ে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে যাওয়া এবং তা থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পুণ্যার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক আরও বেড়ে যায় এবং পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে।

ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। সোশ্যাল মিডিয়া 'এক্স'-এ তিনি ঘটনাটিকে অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক বলে উল্লেখ করেন। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি আহতদের দ্রুত ও যথাযথ চিকিৎসার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়ার কথা জানান।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই দুর্ঘটনায় পুণ্যার্থীদের মৃত্যুর খবর তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। নিহতদের আত্মার শান্তি এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্যও প্রার্থনা করেন তিনি।

অশোকধাম মন্দিরের পদপিষ্টের ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করেছে বিহার সরকার। আহতদের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

বিহারের মন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা ঘটনাটিকে অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মান্তিক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জানান, ঘটনাটি মন্দির চত্বরে নয়, মন্দিরের বাইরের রাস্তায় ঘটেছে। একটি খুঁটি ও বিদ্যুতের তার পড়ে যাওয়ার পর বিদ্যুৎ সংযোগ থাকার গুজব ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকেই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।সিনহা জানান, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আহতদের চিকিৎসাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে এবং তদন্তে যাঁদের গাফিলতি বা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রমাণিত হবে, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। দুর্ঘটনার পর তিনি পটনা থেকে লখিসরাইয়ের উদ্দেশে রওনা হয়ে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার কথা জানান।

তিনি বলেন, সকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ মন্দিরে উপস্থিত মানুষের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল এবং তখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পর, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে পরিস্থিতি আচমকা বদলে যায়।

অশোকধাম মন্দিরের পদপিষ্টের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে 'এক্স'-এ জানানো হয়েছে, লখিসরাইয়ে পদপিষ্টের ঘটনায় প্রাণহানির খবর অত্যন্ত বেদনাদায়ক। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন। স্থানীয় প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করছে বলেও জানানো হয়েছে।ঘটনায় দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতারা শোক প্রকাশ করেছেন। মুঙ্গেরের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং জানান, শ্রাবণের তৃতীয় সোমবার অশোকধাম মন্দিরে আচমকা ভিড় বেড়ে যায়। সেই সময় বিদ্যুতের তার পড়ে যাওয়া, বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে পড়া এবং বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতিই পুণ্যার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করে এবং পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ানও ঘটনাটিকে হৃদয়বিদারক ও অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি।বিহারের মন্ত্রী নিশান্ত কুমারও শোক প্রকাশ করে বলেন, এই ঘটনায় তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত। নিহতদের আত্মার শান্তি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলিকে এই কঠিন সময়ে শক্তি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন তিনি।অন্যদিকে, বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, মন্দির চত্বরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকার বিষয়টি সামনে এসেছে। নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দাবি জানান তিনি।বিহার বিজেপির সভাপতি সঞ্জয় সারাওগি জানান, ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। তাঁর দাবি, বিহার সরকার ইতিমধ্যেই উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তদন্তে যাঁদের দায়ী পাওয়া যাবে, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনাস্থলে উদ্ধার ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে। আহতদের চিকিৎসার পাশাপাশি পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর উপস্থিতি, দুটি ট্রেনের আগমন এবং আচমকা বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে যাওয়ার পর তৈরি হওয়া আতঙ্কসবকিছু মিলিয়েই কীভাবে এই মর্মান্তিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।অশোকধাম মন্দিরের সঙ্গে পাল যুগের একটি বিশাল শিবলিঙ্গের ঐতিহাসিক যোগ রয়েছে বলে জানা যায়। শ্রাবণ মাসে বিশেষ করে সোমবারগুলিতে এখানে ভক্তদের ঢল নামে। এদিনও জলাভিষেকের জন্য ভোর থেকেই হাজার হাজার মানুষ মন্দিরের পথে ছিলেন। সেই বিপুল ভিড়ের মধ্যেই ঘটে গেল এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

"প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা"

- রাজ্যে চলতি খারিফ খন্দে আমন ফসলের বীমাকরণ কর্মসূচী চলছে।
- এই প্রকল্পের অধীন সমস্ত ধান চাষীরা ২.৫ কানি পর্যন্ত কানি প্রতি ১০ টাকা এবং ২.৫ কানি থেকে ৬.২৫ কানি পর্যন্ত কানি প্রতি ১০০ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে ফসল বীমার আওতায় আসতে পারবেন এবং প্রিমিয়ামের বাকি অংশ রাজ্য সরকার বহন করবে।
- নির্বাচিত বীমা কোম্পানী :- **Bajaj General Insurance Limited.**
- কৃষক নিকটস্থ কমন সার্ভিস সেন্টার, বীমা কোম্পানি, অনুমোদিত বীমা এজেন্ট / মধ্যস্থতাকারী, ব্যাংক অথবা স্বয়ং নিজের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।
- কারা এই যোজনায় নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন :- সকল কৃষক, (জমির মালিকাধীন কৃষক, ভাগচাষী ও ইজারাদার কৃষক), যারা অধিসূচিত ফসল উৎপাদন করেন, তারা সবাই এই যোজনার আওতাভুক্ত হতে পারবেন।
- বীমাকরনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি :- আধার কার্ড, জমির খতিয়ান, ব্যাংক পাস বইয়ের অনুলিপি, মোবাইল নম্বর, ভাগচাষি / ইজারদার চাষির ক্ষেত্রে স্বঘোষণাপত্র এবং জমির মালিকের জমির কাগজ (Land Document) অথবা স্থানীয় কৃষি দপ্তরের আধিকারিক কর্তৃক যাচাইকৃত ঘোষণাপত্র, ঐচ্ছিক হিসাবে কৃষি দপ্তরের অনুমোদিত কর্মকর্তা দ্বারা প্রদত্ত বপন নিশ্চিতকরণের প্রমানপত্র।
- বীমাকরনের শেষ তারিখ : **৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্য্যন্ত।**

বীমা করতে ইচ্ছুক কৃষক ভাইয়েরা বিস্তৃত জানার জন্য স্থানীয় কৃষি অফিস, নিকটস্থ কমন সার্ভিস সেন্টার, বীমা কোম্পানি, অনুমোদিত বীমা এজেন্ট / মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

ICA/D-827/26

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGACHOUMUHANI, TRIPURA (WEST)

Notice Inviting Tender No-24 and 25 (2026-27)

Sealed Tender is invited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of the Honorable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms /Agencies/ suppliers and appropriate class of Electrical Enlistment (Internal Electrification Work) registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway Other State PWD experienced in similar nature of job, for the following work:-

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost / Earnest Money	Time for Completion	Last date of Selling / Last Date of Receivin (Upto 3.00 PM)
1	Providing Proper illumination and beautification of water body at Ramakrishna Sardeswari math at A.K Road in Ward No-35 under Agartala Municipal Corporation. **NIT NO-24(2026-27)**	Rs. 4,09,807.00 / Rs.8,196.00	15(Fifteen) Days	21/08/2026 / 25/08/2026
2	Providing supply and installation of 100 mm dia G.I pipe with suitable size bracket for fitting and fixing of LED street light fittings from Chandrapur market to Aralia bridge via Ashram Chowmohani (Bandh area) in Ward No-25 under Agartala Municipal Corporation. **NIT No -25(2026-27)**	Rs. 2,54,209.00 / Rs. 5,084.00	10(Ten) Days	21/08/2026 / 25/08/2026

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 9.30 A.M. to 6.00 P.M. up to 21-08-2026.

(Er. Joydeb Chakraborty)
Executive Engineer (Electrical Division)

আই টি. আই, খুমুলুঙ এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আই টি আই খুমুলুও এ, আন্তর্জাল-ভিত্তিক ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ২০২৬-২০২৭ ইং শিক্ষাবর্ষের নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন ট্রেডে এখনো কিছু আসন খালি আছে। উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষন নিতে ইচ্ছুক যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য পুনরায় নির্দিষ্ট নমুনায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। মেধাভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে এই পর্যায়ের আসন বণ্টন করা হবে। সরকারী বিধি অনুসারে মোট আসনের ৫৭ু জাতি নির্বিশেষে দিব্যাঙ্গ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। দিব্যাঙ্গ প্রার্থীরা RPWD Act, ২০১৬ অনুযায়ী তাদের ট্রেড-এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে পছন্দের ট্রেড বাছাই করতে পারবে।

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম এবং প্রশিক্ষনের সময়কাল	নুন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	শূন্য আসন সংখ্যা			মোট শূন্য আসন সংখ্যা
			UR	ST	SC	
1	Dress Making (1 year)	অষ্টম শ্রেণি উত্তীন	19(1 EX SERVICE-MAN)	13	06	38
2	Mechanic Auto Electrical and Electronics (1 year)	মাধ্যমিক উত্তীন	04	01 (1 EX-SERVICE-MAN)	02	07
3	Computer Operator & Programming Assistant (1 year)	মাধ্যমিক উত্তীন	04	01 (1 EX-SERVICE-MAN)	03	08

১ ভর্তির নিয়মাবলী শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত অনলাইন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। আবেদনপত্রের নমুনা আই টি আই খুমুলুণ্ড এর নোটিশ বোর্ডে দেওয়া থাকবে।
২. আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত সার্টিফিকেটের self-attested প্রতিলিপি (সরকার অনুমোদিত বোর্ডের Madhyamik Admit Card, Marksheet & Certificate, Caste, AADHAAR, PRTC/PH, Ex-Serviceman, Bank pass book, Ration Card) জমা দিতে হবে।
৩. আবেদনপত্র জমা নেওয়ার তারিখঃ ১৭/০৮/২০২৬ থেকে ১৮/০৮/২০২৬ ইং, সকাল ১১ টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।
৪. মেধা তালিকা প্রকাশের তারিখ: ১৮/০৮/২০২৬ ইং, বিকাল ৫ টা।
৫. মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তির তারিখ: ২১/০৮/২০২৬ ইং, সকাল ১১:০০ থেকে।
৬. মেধা তালিকার ক্রম ও ত্রিপুরা সরকারের আসন সংরক্ষন বিধি অনুসারে কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে ট্রেড/আসন বন্টন হবে।
৭. মেধা তালিকা অনুযায়ী নাম ডাকলে কাউন্সেলিং বোর্ডের সামনে এসে হাজির না হলে সেই প্রার্থীকে অনুপস্থিত হিসাবে গণ্য করা হবে এবং মেধা তালিকার ক্রম অনুসারে পরবর্তী প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়া হবে, অনুপস্থিতির বিষয়ে পরবর্তীকলে কোন ধরনের দাবী/অনুরোধ গ্রহন করা হবে না।
৮. মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তির পর, অবশিষ্ট আসনে first come first serve প্রক্রিয়া অনুযায়ী ভর্তি নেওয়া হবে। ২২/০৮/২০২৬ ইং, সকাল ১১ টা থেকে।
৯. ভর্তির কাউন্সেলিং-এ আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেইদিনই Caution money ১০০০/- (এক হাজার) টাকা নগদী দুই কপি ছবি ও সমস্ত সার্টিফিকেটের original এবং self-attested প্রতিলিপি সহযোগে ভর্তি হতে হবে। অন্যথায় সেই আসনটি পরবর্তী যোগ্য আবেদনকারীকে দেওয়া হবে।
১০. ড্রপ-আউট প্রশিক্ষনার্থীদের Caution money ফেরত দেওয়া হয় না। ভর্তির কাউন্সেলিং-এ উপস্থিত থাকার জন্য আবেদনকারীদের আলাদাভাবে কল লেটার পাঠানো হবে না।
১১. সংবাদপত্রের মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

Sd/-
স্বাক্ষর: তনুশ্রী পোদ্দার, অধ্যক্ষ
আই টি আই খুমুলুক্ত, পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D/825/26

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।এদিকে, অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার, স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগের নিরসন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবিতে যুবরাজনগরে বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল যুবরাজনগর ব্লক কংগ্রেস কমিটি। ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি শচীন চৌধুরীর নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের উত্তর ত্রিপুরা জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।কংগ্রেসের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে যুবরাজনগর ব্লকের বিভিন্ন এলাকার বিদ্যুৎ গ্রাহকরা বিদ্যুৎ নিগমের নানা সিদ্ধান্ত এবং নিম্নমানের পরিষেবার কারণে সমস্যায় পড়ছেন। বিশেষ করে দিনমজুর, খেটে-খাওয়া মানুষ, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর ব্যবহারের তুলনায় অতিরিক্ত ও অনুমানভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বোঝা চাপানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়।স্মারকলিপিতে মূলত চারটি দাবি তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত, গ্রাহকের প্রকৃত ব্যবহারের তুলনায় বহুগুণ বেশি অস্বাভাবিক ও অনুমানভিত্তিক বিল পাঠানো বন্ধ করতে হবে। অতীতে পাঠানো অতিরিক্ত বিলের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দ্রুত সংশোধন ও প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে।দ্বিতীয়ত, স্মার্ট মিটার বসানো ও ব্যবহারকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা দূর করার দাবি জানানো হয়। মিটার বসানোর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং গ্রাহকদের উপর কোনও অতিরিক্ত আর্থিক চাপ না দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। তৃতীয়ত, ব্যবহৃত বিদ্যুতের মাশুলের বাইরে বিলে যুক্ত বিভিন্ন ফিক্সড চার্জ, মিটার চার্জ ও সারচার্জ পর্যালোচনা করে অন্যায্য কোনও চার্জ থাকলে তা বাতিল করার দাবি জানানো হয়েছে।চতুর্থত, ঘন ঘন লোডশেডিং এবং লো-ভোল্টেজের সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান করে নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। স্মারকলিপি প্রদানের পর যুবরাজনগর ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে বিদ্যুৎ নিগম কর্তৃপক্ষ দ্রুত দাবিগুলি নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনে যুবরাজনগর ব্লকের সর্বস্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে কংগ্রেস।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে ''কর্পোরেট মিত্র স্কিম'' সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার লক্ষ্যে ওয়েবিনারের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনস্থ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স শিলং সম্প্রতি ত্রিপুরা ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি-তে ''কর্পোরেট মিত্র'' উদ্যোগের ওপর একটি কৌশলগত ওয়েবিনারের সফল আয়োজন করেছে। এই কর্মসূচিতে ত্রিপুরার যুবসমাজ, শিক্ষার্থী, পেশাদার এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে। এই ওয়েবিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরা তথা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে ''কর্পোরেট মিত্র স্কিম'' সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি এবং এর প্রচার করা। সেই সঙ্গে একটি দক্ষ ও কর্মক্ষম কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে এবং এমএসএমই ক্ষেত্রকে টেকসই প্রবৃদ্ধি, সম্প্রসারণ ও উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে এই প্রকল্পের ভূমিকা তুলে ধরাও ছিল এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। যুবসমাজ ও এমএসএমই-দের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তৈরি কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের এই ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য এই অনুষ্ঠানে সরকারের পদস্থ আধিকারিক, শিক্ষাবিদ এবং পেশাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ একসঙ্গে শামিল হয়েছিলেন।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত ''কর্পোরেট মিত্র স্কিম'' হলো একটি কৌশলগত উদ্যোগ, যা মূলত দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির শহরগুলিতে এমএসএমই ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং যা ''বিকশিত ভারত @২০৪৭''-এর দূরদর্শিতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই উদ্যোগটির মূল লক্ষ্য হলো আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং সমৃদ্ধ এমএসএমই ক্ষেত্রের স্বপ্নপূরণ করা। এর জন্য এমএসএমই-দের পাশে এক শক্তিশালী সহায়ক ইকোসিস্টেম তৈরি করা হবে, যার মাধ্যমে তারা 'কর্পোরেট মিত্র' নামক যোগ্য, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও বিশ্বস্ত প্যারা-প্রফেশনালদের (আধা-পেশাদার) একটি দলের সাহায্য পাবে। এই কর্পোরেট মিত্ররা মূলত ব্যবসায়িক সহায়ক প্যারা-প্রফেশনাল হিসেবে কাজ করবেন, যাঁরা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স (আইনগত সম্মতি), কর ব্যবস্থা, অ্যাকাউন্টস, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, আইনি এবং সেক্রেটারিয়াল অনুশীলনের মতো নন-কোর ক্ষেত্রগুলিতে সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চমানের সহায়তা প্রদান করবেন।

এই শংসাপত্রপ্রাপ্ত কর্পোরেট মিত্ররা প্রশাসনিক ও কমপ্লায়েন্সের বোঝা লাঘব করে উদ্যোক্তাদের নতুন উদ্ভাবন, বাজারের সম্প্রসারণ এবং ব্যবসার প্রসারে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করবেন এবং একই সাথে দেশের যুবসমাজের জন্য অর্থপূর্ণ কর্মসংস্থান ও জীবিকার সুযোগ তৈরি করবেন। আইআইসিএ শিলং-এর এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড এমএসএমই ইকোসিস্টেমের অ্যাকাডেমিক লিড তথা প্রধান গবেষক সঙ্গীতা বড়ুয়া-র উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে ওয়েবিনারটি শুরু হয়। তিনি দক্ষ ও কাজের জন্য প্রস্তুত প্যারা-প্রফেশনালদের মাধ্যমে এমএসএমই এবং স্টার্টআপগুলোর ক্ষমতায়নে এই স্কিমের লক্ষ্য ও রূপরেখা তুলে ধরেন এবং যুবসমাজের দক্ষতা উন্নয়ন ও এন্টারপ্রাইজ সহায়তার ওপর জোর দেন। আইআইসিএ শিলং-এর অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিনিধি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কর্পোরেট মিত্র উদ্যোগের মনোনীত নোডাল অফিসার দেবারুন কলিতা তাঁর স্বাগত বক্তব্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির শহরগুলিতে এমএসএমই-দের সহায়তায় এই স্কিমের ভূমিকা এবং ''বিকশিত ভারত @ ২০৪৭''-এর জাতীয় রূপকল্পের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের কস্ট অডিট ডিভিশনের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ করপোরেট অ্যাফেয়ার্স-এর চিফ ফিন্যান্স অফিসার (ঝচঞ্জ) কপিল গোয়েল তাঁর বিশেষ বক্তব্যে জানান, এই কর্পোরেট মিত্র স্কিমের মাধ্যমে দক্ষ ও কর্মমুখী পেশাদার তৈরি করার পাশাপাশি করপোরেট কমপ্লায়েন্সকে আরও শক্তিশালী করাই মন্ত্রকের মূল লক্ষ্য। ত্রিপুরা ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি-র উপাচার্য তথা আইনের অধ্যাপক প্রফেসর (ডঃ) যোগেশ প্রতাপ সিং এই অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য পেশ করেন। প্রফেসর সিং তাঁর বক্তব্যে শিল্পমুখী ও দক্ষতা-ভিত্তিক পেশাদার শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা জগৎ এবং শিল্পের মধ্যেকার দূরত্ব দূর করার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং শিক্ষার্থীদের কর্পোরেট ক্ষেত্রে উদীয়মান ক্যারিয়ারের সুযোগগুলো অন্বেষণ করতে

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ আগস্ট: পরিবেশ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং কলেজ প্রাঙ্গণকে আরও সবুজ করে তোলার লক্ষ্যে বিলোনীয়ার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজে যৌথ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। রবিবার কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে বন দপ্তরের তৃষ্ণা বন্যপ্রাণী পরিসর ও সংশ্লিষ্ট বন্যপ্রাণী বিটের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচিতে বন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের পাশাপাশি কলেজের অধ্যক্ষ, সহকারী অধ্যাপক, এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক এবং ছাত্রছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত বন দপ্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন অভয় বন্যপ্রাণী পরিসরের সহকারী বন্যপ্রাণী সংরক্ষক সুহেল মিয়া খাদিম, অভয় বন্যপ্রাণী বিটের বিট আধিকারিক সুশান্ত ভৌমিক এবং যশমুড়া বন্যপ্রাণী বিটের বিট আধিকারিক সেলিম দেববর্মা। তাঁরাও বৃক্ষরোপণে অংশ নেন এবং ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যক্ষ ড. মনোরঞ্জন দাস বলেন, বর্তমান সময়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সকলের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। শুধু বৃক্ষরোপণ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, রোপিত চারাগাছের নিয়মিত পরিচর্যা, জল দেওয়া এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটি রোপিত গাছকে নিজেদের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

কলেজের সহকারী অধ্যাপক তথা এনএসএস কর্মসূচি আধিকারিক অভিজিৎ চৌধুরী বলেন, এনএসএসের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সমাজসেবার মানসিকতা গড়ে তোলা। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আজ শিক্ষার্থীরা যে গাছগুলি রোপণ করছে, আগামী দিনে সেই গাছই সমাজ ও পরিবেশকে সুরক্ষা দেবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সুহেল মিয়া খাদিম পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরে বলেন, বন ও বৃক্ষ শুধু মানুষের জন্য নয়, অসংখ্য বন্যপ্রাণী ও পাখিরও আবাসস্থল। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বৃক্ষ ও বনভূমি সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণীর প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করার আহ্বান জানান।

সুশান্ত ভৌমিক বলেন, পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শুধুমাত্র বন দপ্তরের একার নয়। সাধারণ মানুষ, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। স্থানীয় গাছপালা ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় শিক্ষার্থীদের আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সেলিম দেববর্মা বলেন, একটি গাছ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশে একটি সম্পূর্ণ পরিবেশব্যবস্থাও গড়ে ওঠে। তাই নিয়মিত বৃক্ষ পরিচর্যার পাশাপাশি গাছ কাটার পরিবর্তে আরও বেশি করে গাছ লাগানোর অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে কলেজ প্রাঙ্গণের নির্দিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপণ করা হয়। এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং বন দপ্তরের কর্মকর্তারা সম্মিলিতভাবে বৃক্ষরোপণে অংশ নেন। রোপিত চারাগাছগুলির সুরক্ষার জন্য ট্রি গার্ডও স্থাপন করা হয়।

পাশাপাশি বন দপ্তরের কর্মকর্তারা চারাগাছ রোপণের সঠিক পদ্ধতি, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে ধারণা দেন। এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকরাও ভবিষ্যতে রোপিত গাছগুলির নিয়মিত পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

একটি গাছ রোপণ শুধু একটি চারাগাছ মাটিতে বসানো নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সুস্থ ও সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকারএই বার্তাতেই শেষ হয় দিনের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে শ্রমিকদের আরও বেশি সচেতন করে তুলতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: নির্মাণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে শ্রমিকদের আরও বেশি সচেতন করে তুলতে হবে। পাশাপাশি প্রকল্পগুলির সুবিধা প্রকৃত সুভিধাভোগীদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে নিয়মিত নজরদারি আরও জোরদার করতে হবে। আজ সচিবালয়ে ত্রিপুরা বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

সভায় নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কল্যাণমূলক উদ্যোগ, বোর্ডের কাজকর্ম, আর্থিক সংস্থান, প্রকল্পের সুবিধা প্রদান এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভার শুরুতেই সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায় স্বচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে ত্রিপুরা বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের কর্মসূচির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্মাণ শ্রমিকরা সমাজ ও রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের কঠোর পরিশ্রমের উপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে রাজ্যের বিভিন্ন স্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকাঠামো। তাই তাদের সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি সরকারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প ও সহায়তা চালু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শ্রমিকদের জন্য সরকার কী কী সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে এসেছে, সেবিষয়ে তাদের আরও বেশি করে অবগত করতে হবে। শুধু প্রকল্প গ্রহণ করলেই হবে না, প্রকল্পের সুবিধা সম্পর্কে শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রাম, শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোর নির্মাণস্থলে আরও বেশি করে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করতে হবে। শ্রমিকরা যাতে নিজেদের অধিকার ও প্রাপ্য সুবিধা সম্পর্কে জানেন এবং প্রয়োজনের সময় সহজেই সেই সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার একটি মানবিক ও জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। সমাজের শ্রমজীবী ও প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করছে। নির্মাণ শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোও সরকারের সেই বৃহত্তর জনকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরই অংশ বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। সভায় বোর্ডের বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও কার্যক্রমও পর্যালোচনা করা হয়। আলোচনায় সচিব তাপস রায় বলেন, বর্তমানে বোর্ডের অধীনে ৪৫,৩৯০ জন নির্মাণ শ্রমিক নিবন্ধিত রয়েছেন। ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী এবং বিগত ১২ মাসে ন্যূনতম ৯০ দিন নির্মাণ কাজে যুক্ত থাকা শ্রমিকরা নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে এই ব্যবস্থার আওতায় আসতে পারেন। নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণে বোর্ডের অধীনে নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প ২.০-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে বিবাহ সহায়তা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শিক্ষা সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, প্রতিবন্ধী ভাতা, পেনশন, মৃত্যুজনিত সহায়তা এবং শেষকৃত্য সহায়তা। বিবাহ সহায়তা হিসেবে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা হিসেবে ৮ হাজার টাকা এবং নির্ধারিত হারে সর্বোচ্চ ৯০ দিনের বেতনসহ ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিক ও তাদের নির্ভরশীলদের জন্য সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা কভারেজ রয়েছে। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে সেস সংগ্রহে ধারাবাহিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। শ্রমিকদের কল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ধারাবাহিক বৃদ্ধি হয়েছে। সভায় বোর্ডের নতুন উদ্যোগগুলিও পর্যালোচনা করা হয়। শ্রমিকদের সুবিধার্থে ডায়নামিক ওয়েবভিত্তিক অ্যাপ ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে অনলাইনে নিবন্ধন এবং কল্যাণমূলক সুবিধা পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও সহজ ও স্বচ্ছ হবে বলে জানান সচিব। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য অনলাইন শ্রম সেস পোর্টালও তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২৪-২৫ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩৮,০০৪ জন নির্মাণ শ্রমিককে মোট ১৫.২০ কোটি টাকা বন্যা ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বলে সভায় তিনি বলেন।

দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ত্রিপুরাও স্টার্টআপ গঠনের ক্ষেত্রে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে: তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ত্রিপুরাও স্টার্টআপ গঠনের ক্ষেত্রে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে ত্রিপুরা স্টার্টআপ ইন্ডিয়া স্টেট র্যাঙ্কিং-এ ''লিডার'' ক্যাটাগরির স্বীকৃতি পেয়েছে। রাজ্যে এ মুহূর্তে ৮০টির বেশি স্বীকৃত স্টার্টআপ এবং ৮টি সক্রিয় ইনকোভেটর রয়েছে। এছাড়া স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরার মহিলা লিড স্টার্টআপ এর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে ত্রিপুরায় স্টার্টআপ এর অগ্রগতি নিয়ে ''বিল্ডিং এ ইউনিকর্ন ইন ত্রিপুরা'' শীর্ষক কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী টি-রাইজ পোর্টালের উদ্বোধন করেন।

নতুন সমস্ত ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য ত্রিপুরা নতুন উদ্যোগ নীতি-র মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ, উদ্ভাবন, কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক ব্যবসা কেন্দ্রে টি-নেস্ট নামে রাজ্যস্তরের একটি নতুন উদ্যোগ সহায়তা কেন্দ্রও গড়ে তোলা হয়েছে।

সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নতুন উদ্যোগ নীতি চালুর পর ইতিমধ্যেই ১৮৫টিরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১৪০টি নিবন্ধন অনুমোদিত হয়েছে এবং ৭০টি নতুন উদ্যোগ সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে। আর্থিক সহায়তা হিসেবে ইতিমধ্যেই উদ্যোক্তাদের মধ্যে ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার যুবক-যুবতীদের মধ্যে নতুন নতুন শিল্প উদ্যোগের ধারণা সৃষ্টি, নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা নিয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যবসাকে একটি বড় ব্যবসায় পরিণত করার মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং ত্রিপুরাকে দেশের স্টার্টআপ ইকো সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গড়ে তোলা এই কর্মশালা আয়োজনের অন্যতম মূল লক্ষ্য।

তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, ত্রিপুরায় স্টার্টআপ ইকো সিস্টেম পরিকল্পনা ও স্টার্টআপ স্কিম ২০১৯ সাল থেকে চালু করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগকে সাহায্য করা, নতুন উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ানো, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে সরকার স্টার্টআপ সিস্টেমকে রাজ্যে আরও শক্তিশালী করার জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, এই কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র স্টার্টআপ ত্রিপুরা নিয়ে আলোচনা করা নয়, এর লক্ষ্য হচ্ছে ত্রিপুরার বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জন্য কোম্পানী তৈরী করা, যা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করার পাশাপাশি ইনভেস্টমেন্ট বাড়াবে, ইনোভেশান বাড়াবে এবং যার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতাও বাড়বে। অর্থাৎ স্টার্টআপকে শুধু ব্যবসা হিসেবে নয় রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার একটি বড় চালিকাশক্তি হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ স্টার্টআপ ইকো সিস্টেম হিসেবে উঠে এসেছে। ত্রিপুরাও এই সাফল্যের অন্যতম অংশীদারী হতে চাইছে। তিনি বলেন, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আগরতলায় স্টেট ইনোভেশান মিশন চালু করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ইনোভেশানের পরিবেশ তৈরী করে গ্রামীণ মানুষের উদ্ভাবনী ধারণাকে টেকনোলজি ও বিজনেসের মাধ্যমে বাস্তবে পরিণত করা।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব কিরণ গিত্যে, তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব ড. প্রশান্ত কুমার গোয়েল, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আশিস আগরওয়াল, টি হাবের সিএফও সন্তোষী ভি। অনুষ্ঠানে ইউনিকর্ন স্টার্টআপের সাফল্যের কাহিনী তুলে ধরেন স্কাইরাইড এরোস্পেসের ভিপি তেজস্বী ভাগাবাতুলা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধিকর্তা জে আর গেসন বি। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের সিনিয়র ইনফরমেশন আধিকারিক রত্নদ্বীপ চক্রবর্তী।

কর্মশালায় ত্রিপুরার ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগীদের অর্থনৈতিক সহায়তা, কারিগরি সহায়তা ইত্যাদি দেওয়ার লক্ষ্যে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, অ্যামাজন সেলার্স সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড এবং মুহু কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে ত্রিপুরার তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সরকারি চাকরিতে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক না রাখার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ, সরব ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: রাজ্যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক না রাখার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাল ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ। সোমবার মেলারমাঠ ছাত্র যুব ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক বলেন, আগে রাজ্যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সরকারি চাকরিতে আবেদনকারীদের জন্য পিআরটিসি আর বাধ্যতামূলক থাকবে না। পরিবর্তে রাজ্যের যে কোনও বিদ্যালয়ে অন্তত পাঁচ বছর পড়াশোনা করার প্রমাণ দিতে হবে।

তাঁর অভিযোগ, সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। নির্দিষ্ট কাউকে সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। রাজ্যের বেকারদের স্বার্থে সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান ডিওয়াইএফআই নেতৃত্ব।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েও সরব হন পলাশ ভৌমিক। তাঁর অভিযোগ, পর্যাপ্ত চিকিৎসকের অভাবে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। একের পর এক ডেপুটেশনের মাধ্যমে কোনওরকমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হচ্ছে। অথচ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরও ৪২ জন যোগ্য চিকিৎসকের অফার লেটার দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে।

তিনি বলেন, রাজ্যে চিকিৎসকের ঘাটতির কারণে সাধারণ মানুষ যখন প্রতিদিন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তখন ৪২ জন প্রস্তুত চিকিৎসকের হাতে অফার লেটার তুলে না দেওয়ার কারণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই দীর্ঘসূত্রতা দূর করে অবিলম্বে চিকিৎসকদের হাতে অফার লেটার তুলে দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

পাশাপাশি স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন ঘটনার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি। তাঁর অভিযোগ, ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত একাধিক কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। সোনামুড়ায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন কর্মসূচিতে বিজেপি কর্মীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি। এছাড়াও স্বাধীনতা দিবসের দিন জিবি বাজারে এক টিএসআর জওয়ান আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাও উল্লেখ করেন। এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায় ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ।

চুড়াইবাড়িতে হামলার অভিযোগ

● আটের পাতার পর

ত্রিপুরা প্রদেশের রাজ্য সম্পাদক রবিশংকর হালদার, রাজ্য সহ-সম্পাদক অর্জুন ত্রিপুরা, আগরতলা বিভাগ সংযোজিকা তানিয়া সাহা, ত্রিপুরা প্রদেশ জনজাতি সংযোজক রোহিত দেববর্মা-সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের কাছে ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এবং প্রশাসনের মাধ্যমে দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

কলাছড়ার ঘটনায় ফেসবুক লাইভ ঘিরে রাজনৈতিক চর্চা, বিজেপির বার্তা 'আইনের পথেই হোক বিচার'

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৭ আগস্ট: সাব্রুমের মনুবাজার থানার অন্তর্গত কলাছড়ায় পারিবারিক বিরোধকে কেন্দ্র করে বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও নারী নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে চর্চা অব্যাহত। একটি কলাগাছ কাটাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিরোধ কীভাবে বৃহত্তর আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল, তা নিয়ে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা।

ঘটনার পর পরিবারের চিকিৎসক-কন্যা পারমিতা সেন সামাজিক মাধ্যমে ফেসবুক লাইভ করে পরিবারের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের আবেদন জানান। তাঁর সেই লাইভ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে রাজ্যজুড়ে আলোচনা শুরু হওয়ার পর উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। আইন মেনে ঘটনার যথাযথ তদন্ত ও বিচার হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

এরপর আক্রান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ান বিরোধী শিবিরের নেতারা। প্রাক্তন সিপিআইএম বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার নিন্দা করেন। পরে সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী আক্রান্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তির দাবি জানান। দ্রুত বিচার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়।

এই পরিস্থিতিতে সোমবার বিজেপির দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব সেন এবং দক্ষিণ জেলা যুব মোর্চার সভাপতি তথা ৩৯ মনু মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি বিপুল ভৌমিক সংবাদমাধ্যমের সামনে দলের অবস্থান স্পষ্ট করেন। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, ঘটনাটি মূলত পারিবারিক ও জমি-সীমানা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে। বিষয়টি নিয়ে উভয় পক্ষই মনু থানায় মামলা ও পাল্টা মামলা করেছে এবং পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে।

বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, একটি পারিবারিক বিষয় সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ্যে আসার পর তা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বৃহত্তর আকার ধারণ করেছে। তাঁদের দাবি, পঞ্চায়েত স্তরেও বিষয়টি মীমাংসার সুযোগ ছিল। তবে বর্তমানে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি না করে নিরপেক্ষ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রকৃত সত্য সামনে আনা প্রয়োজন। বিপ্লব সেন ও বিপুল ভৌমিকের স্পষ্ট বার্তা, অভিযোগের সত্যতা তদন্তের মাধ্যমেই নির্ধারিত হওয়া উচিত। প্রকৃত দোষী যে পক্ষেরই হোক না কেন, তদন্তে তা প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

স্বাধীনতা দিবসের দিনে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে এক ব্যতিক্রমী সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ আগস্ট: ঊনকোটি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ভগবাননগর থেকে আসা ২২ বছর বয়সী একজন গর্ভবতী মহিলা ১৫ আগস্ট ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে আসেন এবং ভর্তি হন। মা হওয়ার আনন্দ ম্লান করে দিয়েছিল এক কঠিন বাস্তবতা-তিনি হেপাটাইটিস-বি পজিটিভ। হেপ-বি ভাইরাস কেবল স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, তার অনাগত সন্তানের জন্যও ছিল এক বিরাট বিপদ। এই ধরনের ক্ষেত্রে প্রসবের সময় সংক্রমণ ছড়ানোর ঝুঁকি বহুলাংশে বেড়ে যায়। এই কঠিন পরিস্থিতিতে এগিয়ে এলেন ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুজিত দাস।

রোগীদের প্রতি তার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং জটিল অপারেশনে তার দক্ষতার জন্য তিনি সুপরিচিত। ডাঃ দাস দ্রুত সিজারিয়ান সেকশনের সিদ্ধান্ত নিলেন। হেপ-বি পজিটিভ মায়ের অস্ত্রোপচার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করতে হয়। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অপারেশন থিয়েটারে বিশেষ প্রোটোকল অনুসরণ করা হয়।

অস্ত্রোপচারের আগে এবং পরে ব্যবহৃত সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং পরিবেশ জীবাণুমুক্ত করার বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তিনি জানতেন, প্রসবের সাথে সাথেই নবজাতকের প্রথম টিকা হেপ বি ভ্যাকসিন এবং ইমিউনোগ্লোবুলিন দেওয়া আবশ্যক, যা শিশুটিকে ভাইরাস থেকে তাৎক্ষণিক সুরক্ষা দেবে। তাই শিশু বিশেষজ্ঞের দলকে বিশেষভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। গত ১৫ আগস্ট ডাঃ সুজিত দাস গর্ভবতী মহিলার অত্যন্ত দক্ষতা ও স্থিরতার সাথে অস্ত্রোপচার করেন। এই অস্ত্রোপচার তিনি সফলভাবে সম্পন্ন করেন এবং ৩ কেজি ওজনের একটি স্বাস্থ্যবান কন্যাসন্তান প্রসব করান। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল দুটি- মায়ের জীবন রক্ষা করা এবং শিশুকে জন্মের সময় ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করা। অস্ত্রোপচারের পর মা এবং শিশু দুজনেই সুস্থ আছেন।

উক্ত অস্ত্রোপচারে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সুজিত দাস, এনেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ অমিত পাল চৌধুরী, নার্সিং অফিসার স্মৃতি দাস, ও টি টেকনেশিয়ান সুভাষ সিনহা এবং জি ডি এ শুভঙ্কর সাহা। এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও মা ও শিশু উভয়েই সুস্থ থাকায় গর্ভবতী মহিলার পরিবার পরিজনেরা ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ঊনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

প্রবীণ নাগরিকগণ পরিবার ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ: শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, অধিকার ও আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজ সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে হেজামারা ব্লকের কনফারেন্স হলে এক জেলা-স্তরের সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অটল বায়ো অভ্যুদয় যোজনা বা এভিএওয়াই এর অধীনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও রাজ্য কর্মপরিকল্পনা অনুসারে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রবীণ নাগরিকদের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক প্রকল্প, তাদের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ও সুবিধাভোগীদের সচেতন করা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা, মর্যাদা, অধিকার ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রবীণ নাগরিকগণ পরিবার ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও অবদানকে সম্মান করা এবং তাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করা পরিবার ও সমাজের সকলের দায়িত্ব। তিনি প্রবীণ নাগরিকদের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষভাবে অভিভাবক ও প্রবীণ নাগরিকদের ভরণপোষণ ও কল্যাণ আইন, ২০০৭-এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক, প্রবীণ নাগরিকদের অধিকার, ভরণপোষণ, নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়ে উপস্থিত সাধারণ মানুষ ও সুবিধাভোগীদের অবহিত করা হয়। তিনি প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের আরও সহানুভূতিশীল, মানবিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তনু বিকাশ দাস, হেজামারা ব্লকের বিডিও মানস মুরাসিং প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হেজামারা বিএসি-র চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক দীপক লাল সাহা। তিনি কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য দপ্তরের বিভিন্ন কল্যাণমূলক উদ্যোগের বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন। সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা, পেনশন, স্বাস্থ্যসেবা ও কল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

মঙ্গল

হকিতে বহিরাগত খেলোয়াড় বিতর্ক : তদন্তের নির্দেশ ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কড়া পদক্ষেপ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে গত ২৮শে জুলাই থেকে অনুষ্ঠিত ১৬তম হকি ইন্ডিয়া জাতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণকারী ত্রিপুরা হকি দলকে কেন্দ্র করে এক চরম বিতর্ক দানা বেঁধেছে। রাজ্য দলের বহিরাগত খেলোয়াড়দের অনিয়ম করে অন্তর্ভুক্তির গুরুতর অভিযোগ সামনে আসতেই তৎপর হয়ে উঠেছে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। আজ, সোমবার আয়োজিত অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির এক জরুরি সভায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্তের জন্য রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। এই বিশেষ সভার সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা পদ্মশ্রী পদকপ্রাপ্ত অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং ক্রীড়া দপ্তরের তদন্ত প্রক্রিয়াকে নিরপেক্ষ রাখতে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দ্রুত কড়া শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দলটির কোচ রাজু বর্মা এবং ম্যানেজার আশীষ দেবকে অবিলম্বে কার্যনির্বাহী বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন তাঁরা ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অধীনস্থ কোনও ধরণের হকি প্রতিযোগিতা বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অ্যাসোসিয়েশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে খেলোয়াড় নির্বাচনে দুর্নীতি কিংবা নিয়মভঙ্গের ক্ষেত্রে কোনও ধরণের আপস করা হবে না। এর পাশাপাশি, ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা ও অনিয়মের দায়ে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদিত সংস্থা 'হকি ত্রিপুরা'-র বর্তমান কমিটিকেও সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ বা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই কমিটির অধীনে থাকা সব ধরণের হকি সংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। বৈঠকের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়।

AFFIDAVIT

I, Kulsumer Necha (old Name) W/O Ajad Miah, resident of Village-Adampur, P.O - Kalamchowra, P.S-Kalamchowra Dist-Sepahijala Tripura, Pin-799131

Do hereby declare that i have changed my name from **Kulsumer Necha (old Name) to Kulchumer Nechha (New/correct Name)** and henceforth i shall be known as **Kulchumer Nechha (New/ correct Name)** in all purpose, vide affidavit no.10874. sworn before the notary public at Sonamura on date 14/08/2026

Kulsumer Necha (old Name) to Kulchumer Nechha (New/correct Name) Both are same and one identical person.

Deponents Identified By Me.

Sd/-

Kulchumer Nechha

এগিয়ে চল সংঘের উদ্যোগে প্রথম রাজ্যভিত্তিক দূরপাল্লার সাঁতার ১৯শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। এগিয়ে চল সংঘের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা আমেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আগামী ১৯শে আগস্ট, বুধবার প্রথম রাজ্যভিত্তিক দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মেলারমাঠ স্থিত এগিয়ে চল সংঘের সুইমিং সেন্টার (বিক্রম সাগর)-এ এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার সকাল ১১টায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরা আমেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী রাম প্রসাদ পাল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুর নিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর শ্রীমতী জাহ্নবী দাস চৌধুরী। প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলাউভয় বিভাগেই বিজয়ীদের ট্রফির পাশাপাশি আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হবে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রথম পুরস্কার ৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩ হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে ২ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। রাজ্যভিত্তিক এই দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রতিযোগীদের ১৯শে আগস্ট সকাল ১১টার মধ্যে এগিয়ে চল সংঘ প্রাঙ্গণে ত্রিপুরা আমেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের কাছে রিপোর্ট করতে আহ্বান জানিয়েছেন সংঘের সাধারণ সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত।

রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটে এলিট গ্রুপে উদয়পুরকে হারিয়ে জয়ে সূচনা সদরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। জয় দিয়ে আসর শুরু করলো সদর মহকুমা। সোমবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী উদয়পুর মহকুমা কে ৩৬ রানে পরাজিত করে সদর মহকুমা। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের এলিট গ্রুপে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। বিজয়ী দলের বিশাল ঘোষ, নিরুপম সেন এবং আনন্দ ভৌমিক অর্ধ শতরান করেছেন।এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে সদর মহকুমা নির্ধারিত ৪৯ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৬২ রান করে। দলের পক্ষে ওপেনার বিশাল ঘোষ ৮৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৭, আনন্দ ভৌমিক ৬০ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০, নিরুপম সেন ৬৯ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০, রিমন সাহা ২৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, বিক্রম দেবনাথ ১১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং ভিকি সাহা ৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। উদয়পুর মহকুমার পক্ষে সারুক হোসেন ২৩ রানে, আরমান হোসেন ২৮ রানে, শংকর পাল ২৬ রানে এবং রিয়াজ উদ্দিন ৪৩ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন। এর পরই শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টি কমতেই উদয়পুর মহকুমার সামনে লক্ষ্য মাত্রা দাঁড়ায় ৩০ ওভারে ১৬২ রান। এই রানকে তারা করতে নেমে উদয়পুর মহকুমা রান করতে সক্ষম হয়। সদরের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে উড়াইপুরের কুনো ব্যাটসম্যান রুখে দাঁড়াতে পারেননি।শেষ পর্যন্ত ১২৫ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ঋতায়ান দে ২৩, তন্ময় ঘোষ ১৪, রিয়াজ উদ্দিন ১৩ এবং রানা দত্ত ১২ রান করেন।সদরের পক্ষে চন্দন রায় ২৩ রানে এবং ভিকি সাহা ২৮ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করেন।

২৪ আগস্ট থেকে টিসিএ আয়োজিত আন্তঃ স্কুল বালিকাদের ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। সদর আন্তঃ স্কুল বালিকাদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু ২৪ আগস্ট। উদ্বোধনী দিনে হবে তিনটি ম্যাচ: আমতলী স্কুল মাঠে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামান্দির খেলবে বিজয় কুমার বালিকা বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে, তালতলা স্কুল মাঠে বরদোয়ালি স্কুল খেলবে সেন্ট পলসস্কুলের বিরুদ্ধে এবং নীপকো মাঠে হলিক্রস স্কুল খেলবে আসাম রাইফেলস স্কুলের বিরুদ্ধে। এবছর আসরে অংশ নিয়েছে ৭ টি দল। তাদের দুটি গ্রুপে রাখা হয়েছে। প্রতি গ্রুপের সেরা ২ দল সেমি ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করবে। ৫ সেপ্টেম্বর হবে আসরের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ। ৭ সেপ্টেম্বর হবে আসরের ফাইনাল ম্যাচ। নীপকো মাঠে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সচিব সুব্রত দে আসরের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেছেন।

'ক্রিকেটীয় বোধের ধারপাশ দিয়ে যায়নি', উইকেট ছুড়ে দেওয়ায় পন্থকে তুলোধোনায় প্রাক্তন ক্রিকেটার

ক্রিজে ঋষভ পন্থ মানেই আগ্রাসী ক্রিকেট। ঝুঁকি নিয়ে শট খেলা তাঁর স্বভাব। বহুবার সেই আগ্রাসনে কখনও উপকারও পেয়েছে ভারত। আবার দলের কঠিন সময়ে অযথা ঝুঁকি নিয়ে উইকেট ছুড়ে দিয়ে বিপদও বাড়িয়েছেন। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সমালোচনা সত্ত্বেও নিজের স্বভাব বদলাননি ঋষভ পন্থ।

গলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও তার ব্যতিক্রম হল না। সেই সময় উইকেটে জমে গিয়েছিলেন পন্থ। কিন্তু আচমকাই বড় শট খেলতে গিয়ে আউট হলেন। ৬২ বলে ৩৯ রান করে ফিরলেন তিনি। ইনিংসের ৮১তম ওভারে পন্থের ব্যাটের কানায় লেগে বল উঠে যায় মিড-অফে। ক্যাচ নেন শ্রীলঙ্কার ফিল্ডার। পরে ধ্রুব জুরেল হাফসেঞ্চুরি করে ভারতকে কিছুটা স্বস্তি দেন। পন্থের শট নির্বাচন নিয়েই এবার প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ। যে ওভারে পন্থ আউট হন, সেই ওভারেই শ্রীলঙ্কা নতুন বল নিয়েছিল।

সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে কাইফ বলেন, "ঋষভ পন্থ যেভাবে আউট হয়েছেন, তা নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই। ও তো ওভাবেই খেলে। তবে আমার অভিযোগ ওর সাধারণ জ্ঞান নিয়ে। নতুন বলে ওটা ছিল প্রথম ওভার। ওই ওভারেই ও তিন বার ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়েছিল। সাধারণ বোধজ্ঞান বলে কাট শট খেলো। পাঁচ-ছয় ওভার নতুন বলটা দেখে নাও। এটাই তো টেস্ট ম্যাচের ঐতিহ্য।" কাইফের মতে, পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্রিকেটীয় বোধ কাজে লাগানো উচিত ছিল পন্থের। এমনকী কোনও ব্যাটার দেড়শো রান করে ফেললেও নতুন বল এলে কয়েকটি বল দেখে নেওয়াই উচিত। সেখানেই পন্থ ভুল করেছেন বলে মনে করছেন তিনি। কাইফ আরও বলেন, "সেই ওভারে প্রথম বলেই ও যেভাবে বাইরে বেরিয়েছিল, আমি দেখে অবাক হয়েছিলাম। প্রত্যেককেই একটু হিসাব কষতে হয়। এমনকী, কোনও ব্যাটার দেড়শো করে ফেললেও নতুন বল নেওয়া হলে কয়েকটা বল দেখে খেলে। সেখানেই আমি ওর কিছু নম্বর কেটে নিচ্ছি। ও যুক্তি আর ক্রিকেটীয় বোধের ধারপাশ দিয়ে যায়নি।"

টেস্ট ক্রিকেটে পরিস্থিতি বুঝে ঝুঁকি নেওয়ার গুরুত্বও কম নয়। গলে সেই জায়গাতেই পন্থের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠল। নতুন বলের চ্যালেঞ্জ সামলে আরও কিছুটা সময় ক্রিজে কাটাতে পারলে ভারতের ইনিংস হয়তো আরও শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াত।একের পর এক ভারতীয় ক্রিকেটার চোট পাওয়ার পর উৎকর্ষ কেন্দ্রের দিকে আঙুল উঠেছে। ভারতের নির্বাচকেরাও ঘুরিয়ে উৎকর্ষ কেন্দ্রের চিকিৎসকদের দিকে আঙুল তুলেছেন। তবে সুনীল গাওস্কর তেমন মনে করছেন না। তাঁর মতে, ভারতীয় দলে অনুশীলনের খারাপ পদ্ধতির জন্যই চোট পাচ্ছেন ক্রিকেটারেরা।

জসপ্রীত বুমরাহ, সাই সুদর্শন, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী-সহ অনেক ক্রিকেটারই চোটের কারণে বাইরে। নির্বাচকেরা মনে করছেন, উৎকর্ষ কেন্দ্রের চিকিৎসকদের গাফিলতির জন্যই চোট পেতে হচ্ছে ক্রিকেটারদের।

তবে এক সংবাদপত্রের কলামে গাওস্কর লিখেছেন, "বুমরাহের হাঁটুতে চোট। কিন্তু বেশির ভাগ ভারতীয় ক্রিকেটারেরই হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাচ্ছে। নিশ্চিত ভাবেই ভারতের অনুশীলনে কোনও গন্ডগোল রয়েছে। তাই জন্যই বার বার বোলারেরা হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাচ্ছে। ওরা ভারতের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট। দুর্ভাগ্যবশত দোষ দেওয়া হয় উৎকর্ষ কেন্দ্রের ফিজিয়োদের ঘাড়ে।"

খেলার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগে ভারতীয় ক্রিকেটারদের যে পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন গাওস্কর। তিনি লিখেছেন, "বায়োমেকানিক্স নিয়ে অনেক কথা হয়। একজন বোলার নাকি নেটে নির্দিষ্ট সংখ্যক বলই করতে পারে। এই পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠা দরকার। আইপিএলেও নাকি বিদেশের ফিজিয়োরা একজন বোলারকে নেটে ২০ বলের বেশি করতে দেয়। ম্যাচে তো ২৪টা বল করতেই হয়, যদি না আপনি নো বা ওয়াইড বল করেন। তা হলে অনুশীলনে তার চেয়ে কম বল করলে কী করে হবে?"

গাওস্করের সংযোজন, "কেন বার বার চোট পাচ্ছে, এই বিষয়টা নিয়ে খুব গভীর এবং কঠোর ভাবে ভাবতে হবে। জিমে ফিট হওয়ার থেকে ম্যাচে ফিট হওয়া বেশি দরকার। তবে আমি হয়তো এখনকার প্রজন্মের নই। এখন হয়তো ভাবনাচিন্তা অনেক আলাদা।"

বিদায়বার্তা রোনাল্ডোর ! কবে অবসর নেবেন জানিয়ে দিলেন পর্তুগালের তারকা ফুটবলার

বিশ্বকাপে যে তাঁকে আর দেখা যাবে না, তা আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবল বা ক্লাবের হয়ে কত দিন খেলবেন, তা তখন জানাননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। অবশেষে সেই বিষয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। কবে অবসর নেবেন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রোনাল্ডো।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ৪১ বছরের রোনাল্ডো বলেন, "এটাই হয়তো ফুটবলে আমার শেষ মরসুম। তাই আমি অসাধারণ একটা ছাপ রেখে যেতে চাই।" বিশ্বকাপের পর ফুটবলের নতুন মরসুম শুরু হয়েছে। সেখানে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরের হয়ে খেলতে দেখা যাবে রোনাল্ডোকে। তবে এ বারই হয়তো শেষ বার মাঠে নামবেন তিনি।

রোনাল্ডো জানিয়েছেন, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তিনি করে ফেলেছেন। ফুটবল ছাড়ার পর কী ভাবে সময় কাটাবেন, তা ঠিক করে ফেলেছেন। রোনাল্ডো বলেন, "আমার ভবিষ্যতের ছক কষা আছে। নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য অনেক উপায় আমার কাছে আছে। তবে ফুটবল না থাকলে একটা শূন্যতা তো তৈরি হবেই। তার মোকাবিলা করতে হবে।"বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার খেলা বিস্মিত করেছিল ফুটবলপ্রেমীদের। লিয়োনেল মেসির সতীর্থেরা অযথা বেশ কিছু ফাউল করেছিলেন। কোনও কোনও সময় মনে হচ্ছিল আর্জেন্টিনার ফুটবলারেরা কুস্তি করতে নেমেছেন। নাহুয়েল মোলিনাদের শারীরিক ফুটবল ফাইনালের আগে চিন্তায় রেখেছে স্পেন শিবিরকে। স্পেনের ডিফেন্ডার আয়মেরিক লাপোর্তের আশা, রেফারি আর্জেন্টিনাকে শারীরিক ফুটবল খেলতে দেবেন না।

সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার খেলা যে স্পেন শিবিরকে কিছুটা হলেও উদ্বেগে বা ভয়ে রেখেছে, তা মেনে নিয়েছেন লাপোর্তে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তিনি আর্জি জানিয়েছেন ফাইনালের রেফারি স্লাভকো ভিনচিচকে। লাপোর্তে বলেছেন, "রেফারি তাঁর দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করলে, ফুটবলারদের আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই। এটা ঠিক সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোয় আমরা এমন কিছু জিনিস দেখেছি, যেগুলো আমাদের সত্যিই অবাক করেছে। বিশেষ করে আর্জেন্টিনার খেলা। ওরা ট্যাকল করার নামে এমন কিছু করে যেগুলো এই ধরনের প্রতিযোগিতায় করতে দেওয়া উচিত নয়।"

লাপোর্তের মতে, বার বার কড়া ট্যাকল ফুটবলের স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট করে। খেলোয়াড়দের মধ্যেও অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা তৈরি করে। তিনি বলেছেন, "এই ধরনের ট্যাকল বিরক্তি বাড়ায়। মেজাজ ঠিক রাখাও অনেক সময় সম্ভব হয় না। এই ধরনের পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করা রেফারির অন্যতম দায়িত্ব। একজন বা দু'জন ফুটবলারও যদিও ওরকম শারীরিক ফুটবল খেলে, তাতে ম্যাচের মেজাজ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।"

লাপোর্তে আর্জেন্টিনার খেলার ধরনের সঙ্গে নিজেদের ফুটবলের তুলনা করতে চান না। তিনি বলেছেন, "বিশ্বকাপের শুরু থেকেই আমরা মার্জিত, পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলছি। প্রতিপক্ষকে ইচ্ছাকৃত আঘাত করার বা অকারণ ফাউল করার লক্ষ্য নিয়ে আমাদের দল মাঠে নামে না। আমরা এই নীতিতেই অটল থাকতে চাই। তবে ব্যাপারটা নির্ভর করবে রেফারির উপর। এমন ভাবে খেলাটা পরিচালিত হওয়া উচিত, যাতে ফুটবলই হয়। অন্য কিছু নয়।"

আর্জেন্টিনার খেলার ধরন নিয়ে লাপোর্তে উদ্বিগ্ন হলেও মেসি সম্পর্কে শ্রদ্ধার কথাও জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "মেসি কিংবদন্তি। আমি যখন ছোট, তখন থেকেই ও কিংবদন্তি। আমরা মেসির খেলার প্রায় সব ভিডিয়ো দেখেছি। অসাধারণ ফুটবলার। আমরা বহু বছর ধরে মেসির খেলা উপভোগ করছি। তবে এই মুহূর্তে আশা করছি, ফাইনালটা মেসির নয়, আমাদেরই হবে।"

লাপোর্তে জানিয়েছেন, বিশ্বকাপের শুরুতে অনেকে আশা না করলেও তাঁরা ভাল কিছু করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। দলের সকলের মধ্যে বিশ্বাস ছিল। ফাইনালে ওঠার পরও বিশ্বকাপ জিততে না পারলে সেটা প্রচন্ড হতাশার হবে।

অবসরের পর জীবন উপভোগ করতে চান রোনাল্ডো। তিনি বলেন, "অনেক ঘুরব। মজা করব। প্যাডেল খেলব। যা রোজগার করেছি, তা কাজে লাগাব। ২৫ বছর ধরে অনেক ত্যাগ করেছি। এ বার উপভোগের সময়।"

১১ অগস্ট নিজের দীর্ঘ বছরের বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেজকে বিয়ে করেছেন রোনাল্ডো। পাঁচ সন্তান রয়েছে তাঁর। অবসরের পর পরিবারের সঙ্গেই যে তিনি সময় কাটাবেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন পর্তুগালের হয়ে ইউরো কাপ ও নেশন্স লিগজয়ী তারকা।

বিশ্বকাপে ছ'বার খেলতে নামলেও ব্যর্থ হয়েছেন রোনাল্ডো। তবে কেরিয়ারে ১০০০ গোলের বিশ্বরেকর্ড করে তিনি অবসর নিতে পারেন। আপাতত দেশ ও ক্লাবের হয়ে ৯৭৬ গোল করেছেন তিনি। অর্থাৎ, এই মরসুমে আর ২৪টি গোল করলেই বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসাবে ১০০০ গোলের রেকর্ড হবে তাঁর।

এশিয়ান জুনিয়র গার্লস ব্লিৎজ দাবায় একাদশতম স্থান পেলো ত্রিপুরার আরাধ্যা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। একাদশতম স্থান পেলো ত্রিপুরার আরাধ্যা দাস। এশিয়ান জুনিয়র বালিকাদের ব্লিৎজ দাবা প্রতিযোগিতায়। মুম্বাইয়ে শুরু হয়েছে আসর।ব্রিটজ বিভাগে ৭ রাউন্ডে ৫ পয়েন্টে একাদশ তম স্থান দখল করে পূর্বোত্তরের সর্বকনিষ্ঠ বালিকা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবারু আরাধ্য। সাত রাউন্ডে তিনটি ম্যাচে জয় এবং চারটি ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ করে অপরাজিত ছিল। আসর থেকে ৬২ রেটিং বাড়িয়েছে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ছাত্রটি। এ খবর জানিয়েছেন আরাধ্যার বাবা অনুজ দাস। তিনি বলেন, মাত্র হাফ পয়েন্টের জন্য পদক হাত ছাড়া হয়েছে। তবে এবারের আসর থেকে প্রচুর অভিজ্ঞতা বেড়েছে ওর। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়েছে রেপিড আসর।

ক্রিকেটে জয়ের স্বাদ সঞ্জীব গোয়েনার !

ফুটবলে তাঁকে অনেক ট্রফি এনে দিয়েছে তাঁর দল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। কিন্তু ক্রিকেটে এত দিন অধরা ছিল ট্রফি। সেই স্বাদ অবশেষে পেলেন সঞ্জীব গোয়েনা। আইপিএলে এখনও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি তাঁর দল লখনউ সুপার জায়ান্টস। কিন্তু ইংল্যান্ডের দ্য হান্ড্রেড প্রতিযোগিতায় প্রথম বার খেলতে নেমেই ট্রফি জিতল ম্যাঞ্চেস্টার সুপার জায়ান্টসের পুরুষদের দল।

ফাইনালে ট্রেন্ট রকেটসের বিরুদ্ধে খেলা ছিল ম্যাঞ্চেস্টারের। প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রান করে ট্রেন্ট। বল হাতে নজর কাড়েন ম্যাঞ্চেস্টারের আফগান স্পিনার নুর আহমেদ। ২০ বলে ৩৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন তিনি।জবাবে দু'বল বাকি থাকতে জয়ের রান তুলে নেয় ম্যাঞ্চেস্টার। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সে খেলা টিম সেইফার্ট ওপেন করতে নেমে ৩৮ বলে ৭২ রান করেন। তাঁর ব্যাটেই চ্যাম্পিয়ন হয় ম্যাঞ্চেস্টার। ট্রফি তোলেন অধিনায়ক জস বাটলার। যদিও ম্যাঞ্চেস্টারের মহিলাদের দল এ বার ভাল শুরু করেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। সেই দলে খেলেন ভারতের স্মৃতি মন্ধানা ও রিচা ঘোষ।দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় উচ্ছ্বসিত মালিক। সমাজমাধ্যমে দলের ট্রফি তোলার ছবি দিয়ে গোয়েনা লেখেন, "প্রথম বার খেলতে নেমেই চ্যাম্পিয়ন। লর্ডসে কী দুর্দান্ত একটা রাত। সুপার জায়ান্টস পরিবারের জন্য গর্বের মুহূর্ত। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দলগত খেলা খেলেছি।" কয়েক জনকে আলাদা করে কৃতিত্ব দিয়েছেন গোয়েনা। তিনি লেখেন, "নুর দুর্দান্ত বল করল। টিমের কী অসাধারণ ইনিংস দেখলাম। পুরো মরসুম জুড়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে জস। যে ভাবে গোটা দল একত্রিত হয়ে খেলেছে, তাতে সকলকে শুভেচ্ছা। এটা তোমাদের ট্রফি।"আগে এই দলের নাম ছিল ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনালস গত মরসুম শেষ হওয়ার পর দলের মালিকানা কিনে নেন গোয়েনা। নাম বদলে যায় দলের। সেই দলই গোয়েনাকে ক্রিকেটে প্রথম ট্রফির স্বাদ দিল।

দু'বছরের পরিশ্রম অবশেষে সার্থক, টেস্টে শতরান করে স্বপ্নপূরণ হয়েছে, জানালেন পডিক্কল, তুলে ধরলেন দু'টি পরিকল্পনার কথা

দীর্ঘ দিন ধরে এই দিনটার স্বপ্ন দেখছিলেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলবেন এবং শতরান করবেন। শ্রীলঙ্কার গলে অবশেষে সেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে দেবদত্ত পডিক্কলের। শতরান করে আপ্লুত তিনি। শ্রীলঙ্কার স্পিনারদের সামলে ১৬৭ রান করার নেপথ্যে তিনি তুলে ধরেছেন দু'টি পরিকল্পনার কথা। গত দু'বছর ধরে টেস্ট দলে ছাপ ফেলার অপেক্ষা করছিলেন। অবশেষে তা পেরেছেন পডিক্কল। সাই সুদর্শনের জায়গায় তিন নম্বরে খেলতে নেমে শতরান করেছেন। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষের পর বলেছেন, "এই মুহূর্তটার স্বপ্ন দেখে এসেছি।

গত দু'বছর ধরে প্রচুর চেষ্টা করেছি। একটা সুযোগের অপেক্ষা করেছি। জানতাম এ রকম ইনিংস খেলে দেখাতে পারব। আজ খুব খুশি।"বাঁহাতি ব্যাটার জানিয়েছেন, স্পিনের বিরুদ্ধে খেলার জন্য বাড়তি অনুশীলন করেছেন তিনি। নিজের শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। পডিক্কলের কথায়, "স্পিন খেলতে নামলে মাথায় কিছু পরিকল্পনা থাকতেই হবে। মাঠে নেমে হঠাৎ করে কিছু করে দেখাতে পারবেন না। আমার মাথায় দু'-একটা শট আগে থেকেই ভাবা ছিল না। মাঠে নেমেই সেটা খেলার চেষ্টা করেছিলাম যাতে বোলারকে চাপে ফেলতে পারি।"

শনিবারই ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক প্রশংসা করেছিলেন পডিক্কলের পিছনের পায়ের নড়াচড়ার কথা। সে প্রসঙ্গে পডিক্কল বলেন, "আপনি কী করতে চান সেই সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। এই আত্মবিশ্বাসই আমাকে ফুটওয়ার্ক ঠিক রাখতে সাহায্য করেছে। যা-ই করছিলাম, ১০০ শতাংশ নিশ্চিত হয়ে করছিলাম।"পডিক্কল জানিয়েছেন, আরও বেশি রান করার খিদেই তাঁকে শতরানে পৌঁছতে সাহায্য করেছে। তিনি বলেন, "ক্রিজে ব্যাট করতে সব সময় ভাল লাগে। শতরান হয়ে যাওয়ার পর খুব স্বস্তিতে থাকি। তবে এটাও ভাবি, পরের ২০-৩০ বলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওই সময়টা ভাল খেলার চেষ্টা করি। শতরানের পর ১০টা বল ভাল খেলে দিলে আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়।"

দু'বার এগিয়ে গিয়েও জয় হাতছাড়া ভারতের, হকি বিশ্বকাপে চিনের কাছে আটকে গেলেন সালিমারা

ছেলেরা জিতে হকি বিশ্বকাপ শুরু করলেও মেয়েরা পারলেন না। রবিবার প্রথম ম্যাচে চিনের কাছে আটকে গেলেন তাঁরা। ম্যাচ শেষ হল ২-২ স্কোরে। দু'বার এগিয়ে গিয়েও জিততে পারলেন না ভারতের মেয়েরা। তবে চিন যে ভাবে চাপে রেখেছিল ভারতকে, তাতে এক পয়েন্টই অনেক।ভারতের শুরুটা ভাল হয়েছিল। পঞ্চম মিনিটে বিপক্ষের বৃত্তে ঢুকে পেনাল্টি কর্নার আদায় করেন লালরেমসিয়ামি। নবনীত কৌরের প্রয়াস আটকে যায়। তিন মিনিট পরেই গোল করেন তিনি। নেহার পাস পেয়েছিলেন তিনি। প্রথম প্রয়াসেই গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন।চিন সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচে ফিরে আসে এবং গোল শোধ করে প্রথম কোয়ার্টারেই। বিপক্ষের খেলোয়াড়কে বক্সে ফেলে দেন ভারতের শিল্পী দাবাস। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করেন ঝাং ইং।দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আবার নাগাড়ে আক্রমণ শুরু করে ভারত। ২১ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার পায় তারা। তবে এ বারও নবনীতের প্রয়াস আটকে যায়। ফিরতি বলে লালরেমসিয়ামিও গোল করতে পারেননি।ভারত চাপ বজায় রেখেই ২৬ মিনিটে গোল করে। ডান প্রান্ত থেকে বৃত্তের ভিতরে ঢুকে পড়েন দীপিকা। তিনি পেনাল্টি কর্নার আদায় করেন। এর পর নিজেই সেটি নিতে যান। তাঁর কর্নার চিনের এক ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে গোলে ঢোকে। এর পরেও নেহা এবং লালরেমসিয়ামি সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেননি।বিরতির পর চিন অনেক বেশি আগ্রাসী হয়ে ওঠে। বার বার ভারতকে চাপে ফেলতে থাকে। ৩২ মিনিটে বলজিৎ একটি দারুণ সেভ করেন। ভারতের গোলকিপার সবিতাও বাঁচিয়ে দেন কয়েকটি আক্রমণ। চিন সমতা ফেরায় ৩৯ মিনিটে। সবিতা কাছ থেকে একটি শট বাঁচানোর পর চিন পেনাল্টি কর্নার পায়। সেখান থেকে ২-২ করেন মা নিং।

জাগরণ 18 August 2026, Tuesday ■ আগরতলা ১৮ আগস্ট, ২০২৬ ইং, ■ ১ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মঙ্গলবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

২০ বিদ্রোহী সাংসদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার দাবিতে

সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক, লোকসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট : তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভায় দলীয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০ জন বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করার অভিযোগ তুলে শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছেন তিনি।

সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আবেদনটি ১৭ আগস্ট নথিভুক্ত হয়েছে। আবেদনে লোকসভার স্পিকার ও সেক্রেটারি জেনারেলকে প্রতিপক্ষ করা হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদকেও আবেদনের পক্ষভুক্ত করা হয়েছে।

তৃণমূলের অন্দরে বিদ্রোহী সাংসদদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা টানাপোড়েন এবার সরাসরি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে পৌঁছল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, দল ওই সাংসদদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানালেও লোকসভার স্পিকার এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি। সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে গত প্রায় দু'মাস ধরে স্পিকারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করেছেন অভিষেক। গত ১৯ জুন প্রথমবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি। এরপরও কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়ায় ২৭ জুলাই লিখিতভাবে স্মারকপত্র দেন তৃণমূলের লোকসভা নেতা।

এরপর ১২ আগস্ট ফের স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকেও বিদ্রোহী সাংসদদের বিরুদ্ধে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি পুনর্ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু এরপরও বিষয়টির কোনও নিষ্পত্তি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তৃণমূল। দু'বার স্পিকারের সঙ্গে বৈঠক, একটি লিখিত স্মারকপত্র এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে আবেদনএই ধারাবাহিকতা তৃণমূলের সঙ্গে তাদের বিদ্রোহী সাংসদদের সংঘাতকে আরও একধাপ বাড়িয়ে দিল। একইসঙ্গে লোকসভার স্পিকারের ভূমিকা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সেকেরকোট মালাবতী চা বাগানে অপরিচিত যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: সেকেরকোটের মালাবতী চা বাগানে এক অপরিচিত যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, সোমবার সকালে আমতলী থানার অন্তর্গত সেকেরকোট মালাবতী চা বাগানের রেলব্রিজ সংলগ্ন রাস্তার পাশের জঙ্গলে একটি গাছে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান আশপাশের বাসিন্দারা। পরে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় আমতলী থানায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আমতলী থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মৃত যুবককে কেউই শনাক্ত করতে পারেননি। এমনকি তাঁদের বক্তব্য, ওই যুবক এলাকার বাসিন্দা নন।

মৃতদেহটি যেভাবে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে, তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের একাংশের আশঙ্কা, অন্য কোথাও যুবকটিকে খুন করে পরে দেহটি মালাবতী চা বাগানের জঙ্গলে এনে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। যদিও পুলিশ এই বিষয়ে এখনো কিছুই জানায়নি। ঘটনাটি তদন্ত সাপেক্ষ বলে অভিমত পুলিশের।

পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাঁপানিয়া হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। মৃত যুবকের পরিচয় জানার পাশাপাশি ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয়দের মতে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। এটি আত্মহত্যা নাকি হত্যার পর দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, ময়নাতদন্ত ও তদন্তের পরই তা পরিষ্কার হবে।

তেপানিয়া-বরভাইয়ার পাঁচ গ্রামবাসীকে সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি, হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: সরকারি রাস্তা দখল সংক্রান্ত মামলায় ত্রিপুরার তেপানিয়া ও বরভাইয়া গ্রামের পাঁচ বাসিন্দাকে স্বস্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট। ত্রিপুরা হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা আবেদনের শুনানিতে হাইকোর্টের রায়ের প্রতিকূল অংশের কার্যকারিতায় স্থগিতাদেশ জারি করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

জানা গেছে, তেপানিয়া ও বরভাইয়া গ্রামের সঙ্গে করিমগঞ্জ-আগরতলা-সাব্রুম সড়কের সংযোগকারী একটি সরকারি রাস্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। ওই রাস্তার উপর অবৈধ নির্মাণ বা দখলের অভিযোগ তুলে পাঁচ গ্রামবাসী ত্রিপুরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

প্রাথমিকভাবে রাজ্য প্রশাসনও ওই নির্মাণকে সরকারি রাস্তার উপর অবৈধ দখল হিসেবে চিহ্নিত করে তা অপসারণের উদ্যোগ নিয়েছিল। পরবর্তীতে রাজ্য কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টে ভিন্ন তথ্য পেশ করে। এরপর হাইকোর্ট আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপনের অভিযোগ তোলে এবং জনস্বার্থ মামলাটি খারিজ করে দেয়। হাইকোর্টের নির্দেশে সরকারি রাস্তার উপর থাকা কাঠামো সরিয়ে পুনরায় রাস্তা নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি নির্মাণকাজের খরচ আবেদনকারীদের কাছ থেকে আদায়ের নির্দেশ এবং প্রত্যেক আবেদনকারীকে ১৫ হাজার টাকা করে দৃষ্টান্তমূলক খরচ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

হাইকোর্টের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন পাঁচ গ্রামবাসী। তাঁদের হয়ে শীর্ষ আদালতে মামলাটি উপস্থাপন করেন আগরতলার আইনজীবী নীলোৎপল দত্ত। সোমবার বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহেতার বেঞ্চ মামলাটি শুনে ত্রিপুরা সরকারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নোটিশ জারি করে। একইসঙ্গে হাইকোর্টের রায়ে পাঁচ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দেওয়া প্রতিকূল পর্যবেক্ষণ ও তার ভিত্তিতে আরোপিত পরিণতির উপর আপাতত স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক আবেদনকারীর উপর ধার্য ১৫ হাজার টাকা করে দৃষ্টান্তমূলক খরচের নির্দেশও স্থগিত রাখা হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ নির্ধারিত হয়েছে। এই স্থগিতাদেশে খানিকটা স্বস্তি খুঁজে পেয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া গ্রামবাসীরা।

পদ্মপুরাণ পাঠ শেষে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত মৎস্য ব্যবসায়ী বিকাশ দত্ত

চড়িলাম, ১৭ আগস্ট: ক্লাবে পদ্মপুরাণ পাঠ শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হলেন এক মৎস্য ব্যবসায়ী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চড়িলাম এলাকায়।

অভিযোগ, রবিবার গভীর রাতে প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত দক্ষিণ চড়িলাম ও কড়ইমুড়া রাস্তার সংযোগস্থলে ঘটনাটি ঘটে। আক্রান্ত মৎস্য ব্যবসায়ী বিকাশ দত্তের অভিযোগ, পদ্মপুরাণ পাঠ শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় মুখে গামছা বাঁধা চার ব্যক্তি তাঁর পথ আটকায়। তাঁদের হাতে ছিল লোহার রড। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা তাঁকে মারধর করে তাঁর কাছ থেকে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। পরে তাঁকে জমিতে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা চড়িলাম এলাকায়।

ঘটনার পর বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

পুরানবাড়ি ক্লাবের সদস্য রাহুল সরকার এবং আক্রান্ত মৎস্য ব্যবসায়ী বিকাশ দত্ত সংবাদমাধ্যমের কাছে ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন। তাঁদের দাবি, চড়িলাম এলাকায় এ ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।

ঘটনার পর এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযুক্তদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেপ্তার এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) দেওয়ার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করছে : অর্থমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) আরও বাড়ানোর বিষয়টি সরকার বিবেচনা করছে। তবে রাজ্যের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বড় বাধা। কর্মীদের ডিএ নিয়ে এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি যা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। বরং রাজ্যের আর্থিক সক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধাপে ধাপে ডিএ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

এদিন অর্থমন্ত্রী বলপন, সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও ত্রিপুরা সরকারের কর্মীদের মধ্যে ডিএ-র ব্যবধান ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা। বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ-র মধ্যে ব্যবধান প্রায় ১৯ শতাংশ পয়েন্ট। কেন্দ্রের পরপর ডিএ বৃদ্ধির ফলে এই ব্যবধান তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি সম্পর্কে অবগত এবং ধাপে ধাপে এই ব্যবধান কমানোর বিষয়ে উদ্যোগী বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

তবে ডিএ আরও বাড়াতে হলে রাজ্যের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ কতটা পড়বে, তা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন বলেও জানানো হয়েছে। সরকারের বক্তব্য, কর্মীদের আরও বেশি আর্থিক সুবিধা দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে। কারণ কর্মীদের অবহেলা করে কোনও সরকারই কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে পারে না।

এদিকে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, আগে ত্রিপুরা বছরে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা রেভিনিউ গ্যাপ ফান্ডের মাধ্যমে পেত। ষোড়শ অর্থ কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত রাজ্যের জন্য এই তহবিল বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবর্তে রাজ্যগুলিকে নিজেদের রাজস্ব আয় বাড়ানোর উপর জোর দিতে বলা হয়েছে।

তাঁর দাবি, গত আট বছর ধরে রাজ্যে কোনও নতুন কর আরোপ করা হয়নি। বর্তমানে সরকার নবম বছরে প্রবেশ করলেও সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা বাড়ানো হয়নি। ফলে কর্মীদের আরও আর্থিক সুবিধা দিতে গেলে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান কোথা থেকে হবে, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন বলে সরকারের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের সম্ভাব্য উৎস নিয়েও পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। ডিএ বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে বিস্তারিত আলোচনা চলছে এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজেও সম্ভাব্য বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছেন বলে জানানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির বিষয়টি ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে একাধিকবার আনা হয়েছে। আগামী দিনগুলিতে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি আরও নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে ডিএ বৃদ্ধির বিষয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

মনশ্রীর চিকিৎসায় ৫০ লাখ টাকা সহায়তা, বিপ্লব দেবকে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রফি বা এসএমএ-তে আক্রান্ত ছোট্ট মনশ্রী চৌধুরীর চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্ভাব্য উদ্যোগের কথা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জগত প্রকাশ নাড্ডা। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের উদ্যোগে বিষয়টি কেন্দ্রের নজরে আসার পর একটি চিঠির মাধ্যমে তাঁকে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিরল রোগের জন্য জাতীয় নীতি, ২০২১-এর আওতায় চিহ্নিত বিরল রোগে আক্রান্ত রোগীদের নির্ধারিত চিকিৎসার উৎকর্ষ কেন্দ্র-এ চিকিৎসার জন্য প্রতি রোগী সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য নির্ধারিত চিকিৎসার উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে ইম্ফলের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস, ডিব্রুগড়ের আসাম মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল এবং কলকাতার ইনস্টিটিউট অব পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মনশ্রীর অভিভাবকদের নিকটবর্তী চিকিৎসার উৎকর্ষ কেন্দ্র অথবা দেশের অন্য কোনও নির্ধারিত কেন্দ্রে শিশুটির প্রয়োজনীয় চিকিৎসা মূল্যায়ন করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, নয়াদিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর বিরল রোগ সংক্রান্ত নোডাল আধিকারিককেও মনশ্রীর প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।তবে পরবর্তী আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসার উৎকর্ষ কেন্দ্রের বিরল রোগ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে বলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।এছাড়াও বিরল রোগে আক্রান্ত রোগীদের উচ্চ ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসায় সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 'বিরল রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য গণঅর্থসংগ্রহ ও স্বেচ্ছা অনুদানের ডিজিটাল পোর্টাল' চালু করেছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। মনশ্রীর চিকিৎসার বিষয়টি সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরার পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগের কথা জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সম্ভাব্য আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা মনশ্রীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে।

বিশ্রামগঞ্জে শৌচালয় থেকে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

বিশ্রামগঞ্জ, ১৭ আগস্ট: বিশ্রামগঞ্জ মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি শৌচালয়ের ভেতর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, শৌচালয়ের ভেতরে যুবকটিকে পড়ে থাকতে দেখে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবকটিকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে কর্তব্যরতম চিকিৎসক ডা. চাঁদনী দেববর্মা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যুবকটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

তবে মৃত যুবকের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা-ও তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নয়। ঘটনাকে ঘিরে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে পরবর্তী তদন্ত ও ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সংশ্লিষ্ট মহল।

প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: রাজ্য সরকারের লক্ষ্য প্রতিটি নাগরিককে সুস্থ রাখা। সে জন্য প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা জল বোর্ডের এক পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের গুণমান বিষয়ে খোঁজখবর নেন। পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের ১২টি নদীর জলকে সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিতে এবং সে জন্য দ্রুত ছোট ছোট ব্যারেজ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখারও পরামর্শ দেন।

আয়রনমুক্ত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। তিনি পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সংস্কারমূলক কাজ অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, জলের গুণমান বজার রাখতে প্রতিনিয়ত স্যামপল স্টাডি করতে হবে। জনসাধারণকে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার জন্য আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রতি জোর দিতে হবে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, আগরতলা শহরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা সহ জল বোর্ডের অন্যান্য সমস্ত কাজের অগ্রগতির খোঁজখবর নেন।

সভায় ত্রিপুরা জল বোর্ডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক মিহির কান্তি গোপ বিভিন্ন জায়গায় গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, আমরুত ২.০, বিভিন্ন জলাশয়ের সৌন্দর্যায়ন, এসসিএডিএ টেকনোলোজি, রোবটিক ও এআই-এর মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের সংস্কার সহ ত্রিপুরা জল বোর্ডের অন্যান্য প্রকল্পগুলি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। সভায় পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে, জিএ (পি অ্যান্ড টি) দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার সাজু বাহিদ এ, পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার সহ পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের এবং ত্রিপুরা জল বোর্ডের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৯ আগস্ট জিবি হাসপাতাল কমপ্লেক্সে ভারতমাতা ক্যান্টিন কাম নাইট শেল্টারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: আগামী ১৯ আগস্ট বিকেলে জিবিপি হাসপাতাল কমপ্লেক্সে ভারতমাতা ক্যান্টিন কাম নাইট শেল্টারের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এ উপলক্ষ্যে কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে ও অধিকর্তা ড. তমাল মজুমদার এবং আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার সাজু বাহিদ এ.।

শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবারে শিবের আরাধনায় ভক্তদের ঢল

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার উপলক্ষে শিবের আরাধনায় ব্রতী হলেন রাজ্যের ভক্তপ্রাণ মানুষ। রাজধানীতেও এদিন একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়ম রবিবার রাত থেকেই মহাদেবের উদ্দেশ্যে জল সংগ্রহ করতে খয়েরপুর ঘাটের উদ্দেশে রওনা দেন অসংখ্য ভক্ত। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। রবিবার রাতভর নদী থেকে জল সংগ্রহ করে সোমবার সকালে সেই জল দিয়ে ভগবান শিবের অভিষেক করেন ভক্তরা। এরপর ভক্তিভরে মহাদেবের পূজা ও আরাধনায় অংশ নেন তাঁরা। শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবারকে কেন্দ্র করে রাজধানীর বিভিন্ন শিবমন্দিরেও এদিন সকাল থেকেই ছিল ভক্তদের ভিড় ও উৎসবের আবহ।

শিবের প্রতি ভক্তি ও আস্থায় শ্রাবণের শেষ সোমবারে রাজ্যজুড়ে পালিত হয় বিশেষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান।

কৈলাসহরে সাংবাদিকদের দু''দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ আগস্ট: সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের উদ্যোগে উনকোটি কলাক্ষেত্রে আজ থেকে শুরু হয়েছে দু''দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে উনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন বলেন, সাংবাদিকদের অর্জিত দক্ষতাকে আরও পরিশীলিত করার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিবর্তিত সংবাদ পরিবেশনের পদ্ধতির সঙ্গে তাঁদের দক্ষতাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলাই এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান সময়ে সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাই সাংবাদিকদের এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। জেলাশাসক বলেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকেই সংবাদমাধ্যম সমাজ ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি মানুষের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সংবাদমাধ্যমের সহযোগিতা অপরিহার্য। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা আরও শাণিত করার পাশাপাশি দায়িত্বশীল, তথ্যসমৃদ্ধ ও মানসম্পন্ন সংবাদ পরিবেশনে সহায়তা করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

চুড়াইবাড়িতে হামলার অভিযোগ

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়িতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ তুলে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হলো সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল। সোমবার প্রতিনিধি দলটি আগরতলার লোক ভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঘটনার বিষয়ে তাঁকে অবহিত করেন।

এবিভিপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত ১৫ আগস্ট জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সদস্য সংগ্রহকে কেন্দ্র করে চুড়াইবাড়িতে ধর্মনগর সাংগঠনিক জেলার কার্যকর্তাদের উপর হামলা চালানো হয়। সংগঠনের অভিযোগ, হামলায় এবিভিপির চারজন কার্যকর্তা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। এবিভিপির পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবিও জানানো হয়েছে।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও রক্তদান শিবিরে বাধার অভিযোগ, সোনামুড়ায় ডিওয়াইএফআইয়ের প্রতিবাদ মিছিল

সোনামুড়া, ১৭ আগস্ট: জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও রক্তদান শিবির আয়োজনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে সোনামুড়ায় প্রতিবাদ মিছিল করল ডিওয়াইএফআই। সিপাহীজলা জেলার কলমচৌড়া ও নলছড়ে বিজেপির বুথ সভাপতি ও কর্মীদের বিরুদ্ধে সিপিআইএম কর্মীদের জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ঢুকলি এলাকায় ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেবের বাড়িতে আয়োজিত রক্তদান শিবির বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

ডিওয়াইএফআই সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিলে সংগঠনের যুবকর্মীরা পতাকা হাতে অংশগ্রহণ করেন। সিপিআইএমের সোনামুড়া মহকুমা কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে স্থানীয় রবীন্দ্রচৌমুহনীতে গিয়ে শেষ হয়।

সেখানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ডিওয়াইএফআই সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সাহা অভিযোগ করেন, রাজ্যে মানুষ রক্তদান শিবির আয়োজন করতে পারছেন না, এমনকি জাতীয় পতাকা উত্তোলনেও বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। তাঁর প্রশ্ন, এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে আইনের শাসন কোথায়?

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে ইন্দ্রজিৎ সাহা বলেন, বিজেপির কর্মীদের দিয়ে এভাবে সিপিআইএম এবং ডিওয়াইএফআই কর্মীদের আন্দোলন থেকে আটকানো যাবে না। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে তাঁদের আন্দোলন আগামী দিনেও চলবে বলে জানান তিনি।

এদিনের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে ডিওয়াইএফআইয়ের কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত এবং গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

বন উজাড়ের অভিযোগে তেলিয়ামুড়ায় হাতির লোকালয়ে প্রবেশ, আতঙ্কে বন লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা

তেলিয়ামুড়া, ১৭ আগস্ট: তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে অবৈধভাবে গাছ কেটে কাঠ পাচারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ বাড়ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দিনের আলো কিংবা রাতের অন্ধকারবিভিন্ন সময়ে মূল্যবান গাছ কেটে বনাঞ্চল থেকে কাঠ পাচার করা হচ্ছে। এর ফলে একদিকে বনাঞ্চল ধীরে ধীরে সংকুচিত হচ্ছে, অন্যদিকে এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে বন্যপ্রাণীদের উপর। বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।

বনাঞ্চল সংকুচিত হওয়ার পাশাপাশি খাবার ও নিরাপদ আশ্রয়ের সংকট তৈরি হওয়ায় বন্য হাতির দল ক্রমশ জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ের দিকে চলে আসছে বলে অভিযোগ। কখনও জাতীয় সড়ক বা আঞ্চলিক সড়কে হাতির পাল দেখা যাচ্ছে, আবার কখনও গ্রামের বাড়ির উঠোন কিংবা বসতবাড়ির ভেতরেও ঢুকে পড়ছে হাতি। এতে একদিকে বন্য হাতির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, অন্যদিকে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন বন লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হাতির হানার আশঙ্কায় সন্ধ্যার পর অনেকেই প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হতে চাইছেন না। পাশাপাশি রাতে সড়ক দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের চালকরাও ঝুঁকির মধ্যে পড়ছেন। বনাঞ্চল থেকে নির্বিচারে গাছ কাটার অভিযোগ তুলে স্থানীয়দের প্রশ্ন, জঙ্গল ধ্বংস হলে বন্যপ্রাণীরা যাবে কোথায়? বনাঞ্চল সংকুচিত হলে খাবার ও আশ্রয়ের সংকট তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। সেই পরিস্থিতিতে হাতির দল লোকালয়ে ঢুকে পড়লে শুধুমাত্র হাতিকেই দায়ী করে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলেই মত স্থানীয়দের।

সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠছে বনদপ্তরের নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে। দিনের পর দিন যদি বনাঞ্চল থেকে অবৈধভাবে মূল্যবান গাছ কেটে পাচারের অভিযোগ ওঠে, তাহলে তা প্রতিরোধে নজরদারি কোথায়এই প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। অবৈধ কাঠ পাচারের বিরুদ্ধে কার্যকর অভিযান চালানোর পাশাপাশি বনাঞ্চল রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপের দাবি উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে বনাঞ্চলে নজরদারি বাড়িয়ে অবৈধ কাঠ পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে। একইসঙ্গে হাতি চলাচলপ্রবণ এলাকাগুলিতে মানুষের নিরাপত্তা এবং বন্য হাতির সুরক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কারণ বন উজাড় শুধু গাছ হারানোর বিষয় নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, পরিবেশের ভারসাম্য এবং মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাতের বিষয়। সময়মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনে তেলিয়ামুড়ায় মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 18-08-2026, 01:16